যুদ্ধবিরতির খবরে উল্লাসে ফেটে পড়ল গাজাবাসী

সারে-জমিন

জেলাশাসক অফিস ঘেরাও অভিযানে ধুন্ধুমার বহরমপুরে

রূপসী বাংলা

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে কথা বললেই নাৎসি

সম্পাদকীয়

পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পেশ উপলক্ষে ব্যাপক খানাপিনা

সাধারণ

ভারতের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিতে চান পিটারসন

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৭ জানুয়ারি, ২০২৫
২ মাঘ ১৪৩১
১৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 17 ■ Daily APONZONE ■ 17 January 2025 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

২৪ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে ফের শুরু হচ্ছে ‘দুয়ারে সরকার’

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক প্রকল্প বাংলার সবাই এখনও পাননি। বেশিরভাগ মানুষ পেলেও এখনও কিছু অংশের মানুষ বাকি আছে। তাই সেইসব মানুষজন যাতে সরকারি সামাজিক প্রকল্প পান তার জন্য আবার ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির খোলা হবে বলে জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবার সেই কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হল। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে আবার বাংলায় চালু হচ্ছে ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই প্রকল্পের বাইরে থাকা মানুষজন উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। আর প্রশ্ন সকলের একটাই–কবে বসছে ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির।

নবান্নের জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে, আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি নিয়ে পৌঁছে দেবেন সরকারি অফিসাররা। তার জন্য সোমবার থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

এবারও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী–সহ নানা প্রকল্প পাবেন বাংলার মানুষজন। ২০২০ সালে ‘দুয়ারে সরকার’ প্রকল্প শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। দফায় দফায় ক্যাম্প হয়। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ মানুষ নানা প্রকল্পে যুক্ত হন। আর যেটুকু বাকি আছে তা এবার হয়ে যাবে বলে মনে করছেন সরকারি অফিসাররা। আজ নবান্ন থেকে ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির নিয়ে নতুন করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এই ক্যাম্পের আওতায় আছে ‘পাড়ায় সমাধান’ কর্মসূচিও। সরকারি সমস্ত প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষকে ওয়াকিবহাল করতে এবং পরিষেবা পাইয়ে দিতে প্রচার করা হবে বলে খবর। সমস্ত সরকারি প্রকল্পকে এক ছাদের তলায় নিয়ে এসে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য রাজ্য সরকারের। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন আবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্প চালু হবে। তার ফলে রাজ্যের নানা সামাজিক প্রকল্পে আরও বেশি মানুষ যুক্ত হবেন। এবার সেটাই হতে চলেছে। বিরোধীরা অবশ্য বলছেন ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন আছে। তার আগে ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির করে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিয়ে মানুষকে কাছে টানতে চাইছে রাজ্য সরকার।

নিহতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, চাকরি দেবে রাজ্য

‘কর্তব্যে গাফিলতি’র জন্য ১২ জন ডাক্তার সাসপেন্ড, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের (এমএমসিএইচ) ১২ জন সিনিয়র চিকিৎসক এবং স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি আরও বলেন, সিআইডি তাদের তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ আনবে। হাসপাতাল পরিদর্শনে আসা আমাদের বিশেষ মেডিকেল টিমের রিপোর্ট পেয়েছি। ঘটনার তদন্তকারী সিআইডি দল একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। যারা সেদিন হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলেন, তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে নতুন মাকে বাঁচানো যেত। দেখা যায়, সিনিয়র চিকিৎসক ও অন্যরা গাফিলতি করেছেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। অবহেলাও অপরাধ বলে মন্তব্য করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব এন এস নিগমের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। জীবিত তিন মা কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ নির্দেশিকা তৈরি করে সমস্ত সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিহতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা

ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকরি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাসপেন্ড হওয়া ১২ জন চিকিৎসকের নাম পড়ে শোনান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, “অন্য কোনও রোগীর হাতে পড়লে কী হবে জানি না। তিনি আরও বলেন, ডাক্তারদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু কোনো অন্যায় করলে তা মেনে নিতে পারব না। তাই দুটি রিপোর্ট দেখে এবং মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের পরামর্শ নিয়ে আমরা এই পদক্ষেপ নিয়েছি।

তিনি বলেন, ‘কর্তব্যরত একজন সিনিয়র চিকিৎসক সেদিন হাসপাতাল ছেড়ে ৪০ কিলোমিটার দূরে আরেকটি (বেসরকারি হাসপাতালে) কাজ করতেন বলে খবর পাওয়া গেছে। এই সমস্যার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সিআইডি অভিযুক্ত চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করবে এবং আইন অনুযায়ী তদন্ত চালিয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা নজরদারি অব্যাহত রেখেছি। মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে ওষুধের দোকানে অডিট করা হয়। আমরা যে অন্তঃসত্ত্বা তরল নিয়ে আলোচনা করছি, কিছু রাজ্য এখনও এটি ব্যবহার করছে। এর পেছনে কোনো গল্প আছে কিনা আমার জানা নেই। আমরা ইতোমধ্যে এর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা পুনরায় পরীক্ষা নেব এবং তারপর সিদ্ধান্ত নেব। বিকল্প থাকলে আমরা তা বিবেচনা করব। এটি একটি গুরুতর বিষয় এবং সিনিয়র চিকিৎসকদের এতে জড়িত হওয়া উচিত।

সাসপেন্ড হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন এমএমসিএইচের আবাসিক মেডিকেল অফিসার, দু’জন সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, একজন সিনিয়র রেসিডেন্ট ডাক্তার এবং হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ছাড়াও ছয়জন স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থী।

মুখ্যমন্ত্রী পন্থ ও নিগমকে রাজ্য সরকারি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের গেটের কাছে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন নিশ্চিত করতে বলেছেন।

তিনি বলেন, ‘যেসব চিকিৎসক আপত্তি করেন, দয়া করে তাদের চলে যেতে বলুন। চিকিৎসকদের একাংশ তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। সবগুলো নয়। আমাদের আট ঘণ্টা ডিউটি আছে। সিনিয়র ডাক্তাররা হাসপাতালে এলেও দুই ঘণ্টা পর চলে যান বেসরকারি হাসপাতালে কাজ করার জন্য। এটা বরদাস্ত করা যায় না। স্যালাইনের বিষয়ে বলা হয়েছে, ‘সব হাসপাতালে ফার্ম বা কোম্পানির সব ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠিয়েছি। ওষুধ সরবরাহের জন্য আমরা অন্যান্য সংস্থাগুলিরও দিকে নজর রাখছি। মুখ্যসচিব পন্থ জানিয়েছেন, ঘটনার দিন সি-সেকশন ডেলিভারির সময় সিনিয়র চিকিৎসকদের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রটোকল মানা হয়নি। জুনিয়র ডাক্তাররা ওটিতে ডেলিভারি করেন। এক মহিলার বেডের টিকিটে দেখা গিয়েছে, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে যে কোনও মৃত্যুর জন্য চিকিৎসকরা দায়ী হবেন না।

ধর্মস্থান আইন ’৯১-এর বিরুদ্ধে আবেদনের বিরোধিতা করতে সুপ্রিম কোর্টে কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: ১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা আবেদনগুলির বিরোধিতা করে কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে একটি হস্তক্ষেপের আবেদন করেছে। কংগ্রেস বলেছে, এগুলি “ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিকে ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিদ্বেষপূর্ণ চেষ্টা”।

কংগ্রেসের লোকসভার সাংসদ তথা সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপালের মাধ্যমে দায়ের করা আবেদনে দলটি আইনটিকে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যের প্রতিফলন এবং জনপ্রিয় জনাদেশের ফসল বলে অভিহিত করেছে।

পিটিশনে জোর দেওয়া হয়েছে যে ১৯৯১ সালের আইন, যা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বিদ্যমান ধর্মীয় কাঠামোগুলির স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়।

এই আইন দশম লোকসভার সময় ব্যাপক সমর্থন নিয়ে প্রণীত হয়েছিল যখন কংগ্রেস এবং জনতা দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

কংগ্রেস উল্লেখ করেছে যে এই আইনটি ১৯৯১ সালে তার নির্বাচনী ইশতেহারের অংশ ছিল, যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয় রক্ষার দীর্ঘকালীন প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিল।

আবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার জন্য পিওডব্লিউএ (উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইনটি অপরিহার্য এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জটি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠিত নীতিগুলিকে হ্রাস করার একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।

কংগ্রেস এই আইনের পক্ষে বেশ কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করেছিল এবং চলমান আইনি চ্যালেঞ্জে হস্তক্ষেপ করার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে অনুমতি চেয়েছিল, দাবি করেছিল যে তাদের প্রতিনিধিরা আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টের অযোধ্যা রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে আইনটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের আইনে ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারকে সমুন্নত রাখা হয়েছে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

নাকা চেকিংয়ে নীল বাতির গাড়ি সহ গ্রেফতার ৩

আজিম শেখ ● রামপুরহাট

আপনজন: বীরভূমের রামপুরহাটে নীলবাতি জ্বালিয়ে যাওয়ার সময় একটি চারচাকা গাড়ি আটক করল রামপুরহাট থানার পুলিশ। গাড়ির চালক সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আজ নীলবাতি জ্বালিয়ে এই গাড়িটি তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট হয়ে দুমকার দিকে যাচ্ছিল। রামপুরহাট থানার পুলিশ নাকাচেকিং করার সময় গাড়িটিকে দাঁড় করায়। গাড়ির নম্বর প্লেটটি ছিল দিল্লীর। এবং গাড়িটির সামনে ও পিছনে লেখা রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ হোম এ্যাফেয়ার্স। কিন্তু গাড়িতে কোনও আধিকারিক ছিলেন না। পুলিশ সন্দেহ বসত গাড়িটির চালক সহ তিনজনকে আটক করে। এবং তাদেরকে রামপুরহাট থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আটকদের জিজ্ঞাসাবাদ করাই তাদের কথায় বেশ কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ে। তার পর তিনজনকেই গ্রেফতার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

ডাকাতির আগে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুই দুষ্কৃতী

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: ডাকাতি করার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল হরিহরপাড়া থানার পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার মধ্যরাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সারিতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিহরপাড়া থানার আইসি অরুপ কুমার রায় সহ তার টিম হানা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ২ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় বৃহস্পতি মধ্য রাতে হরিহরপাড়ার সারিতলা মাঠ সংলগ্ন এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে প্রায় সাত থেকে আট জন দুষ্কৃতীরা জড়ো হয়েছিল ওই ডাকাত দলের মধ্যে ২ জনকে আটক করে তাদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান সাটার পিস্তল, একটি গুলি, ধারালো হাসুয়া।

জেলাশাসকের অফিস ঘেরাও অভিযানে ধুন্ধুমার বহরমপুরে

উম্মার সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুরে জেলাশাসক অফিস ঘেরাও অভিযানকে ঘিরে উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের কার্যালয় ঘেরাওকে কেন্দ্র করে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে উত্তেজনা বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ দিন ডিওয়াইএফআই-এর সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। আবাস যোজনায় দুর্নীতি ও জেলা জুড়ে অবৈধভাবে টোটো চলাচল-সহ পাঁচ দফা দাবিতে ডিওয়াইএফআই -এর পক্ষ থেকে বহরমপুর জেলা শাসককে স্মারকলিপি প্রদানকে ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে যায় বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে। তার আগে ওই অভিযান রুখতে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে পুলিশের বিশাল বাহিনী ব্যারিকেড তৈরি করে। সেই সঙ্গে জেলাশাসকের কার্যালয় যাওয়ার পথে বাঁশ ও খুঁটি পুঁতে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ। সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে ডিওয়াইএফআই কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধুন্ধুমার বেধে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদে বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে রাস্তার উপরে বসে পড়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন ডিওয়াইএফআই-এর নেতা-কর্মীরা। ওই ঘটনার আগে ডিওয়াইএফ সদস্যরা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে লালদিঘির রাস্তা ধরে জেলাশাসকের কার্যালয়ে পৌঁছে গেলে সেখানেও এক প্রস্থ ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের সঙ্গে। পরে পুলিশ আইন ভাঙার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য- দুর্নীতির অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি, পরিযায়ী শ্রমিকের জেলায় কাজ দেওয়া, ১০০ দিনের কাজ চালু, টোটো চালকের উপর নির্যাতনের অভিযোগ, সরকারি দপ্তরে শুন্যপদে স্বচ্ছ স্থায়ী নিয়োগের দাবী নিয়ে পথে নামে ডিওয়াইএফ মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি।

জাল নোট সহ গ্রেফতার ভুয়ো সাংবাদিক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: দুই লক্ষ টাকার জালনোট সহ ভুয়া সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করল মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলেই সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান কলাবাগান গঙ্গা ঘাট থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকে। সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবুপ্রসাদ ঘোষের নেতৃত্বে এবং তৎপরতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই ভুয়ো সাংবাদিককে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস(৩১)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের লালবাগের মতিঝিল। সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই ভুয়ো সাংবাদিক জাল নোট ভর্তি পিঠ ব্যাগ নিয়ে ধুলিয়ান আসে। তারপর ধুলিয়ান গঙ্গা ঘাট দিয়ে মালদা হয়ে জালনোট গুলো পাচারের চেষ্টা করছিল। যদিও সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে সেই জালনোট পাচারের খবর জানতে পেরেই পুলিশের তৎপরতায় ধুলিয়ান গঙ্গা ঘাটে শুরু হয় নাকা তল্লাশি। তাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের ব্যাগ খুলতেই বেরিয়ে আসে দুই লক্ষ টাকার জালনোট। সবগুলোই ছিলো পাঁচশো টাকার নোট। বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও জালনোট উদ্ধার হতেই গ্রেপ্তার করা হয় তাকে।

স্যালাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

আপনজন ডেস্ক: মেদিনীপুরের সরকারি হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন খাওয়ানোর কারণে মৃত এক গর্ভবতী মহিলার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। একই স্যলাইন দেওয়ার পরে আরও চারজন গর্ভবতী মহিলাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত একটি ডিভিশন বেঞ্চে হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন প্রয়োগের অভিযোগে এক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর তদন্তের জন্য একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি চিল বৃহস্পতিবার। ওই শুনানিতে বিচারপতি নির্দেশ দেন, রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে অবিলম্বে রিঙ্গার্স ল্যাক্টেক স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে এই স্যালাইন ব্যবহার করে যেসমস্ত রোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ ব্যাপারে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট স্বাস্থ্য দফতরকে এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বলেছে যেখানে জানাতে হবে এই স্যালাইন ব্যবহার করে কারা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেই সঙ্গে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন নির্মাতা সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালের বিরুদ্ধে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তাও জানাতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে।
বিচারপতি আরও বলেন, যে মুহূর্তে রোগী মারা গেলেন আপনাদের উচিত ছিল নোটিস জারি করা। এত দেরি হল কেন? ড্রাগ কন্ট্রোলার যখন বন্ধ করছেন, তার মানেই কিছু সমস্যা নিশ্চিত ছিল। প্রধান বিচারপতি স্যালাইন কাণ্ডে অভিযুক্ত ওষুধ কোম্পানিকে নোটিশ জারি করেছে কিনা প্রশ্ন করলে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, না এই মর্মে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি। তিনি আরও বলেন, তিনটে ব্যাচের স্যালাইন ওই কোম্পানির তৈরি ছিল। ত্রিশ হাজার স্যালাইন ওই একটি ব্যাচের ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে। সরকারি ল্যাবে পরীক্ষা হয়েছে। মুম্বই ল্যাবেও হয়েছে। এই কোম্পানি দেশের সব রাজ্যেই সরবরাহ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গে দুর্ঘেটনা ঘটেছে এই স্যালাইন ব্যবহার করে। এদিন মামলাকারীর আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি ও বিজয় সিংহল জানান, এই ধরনের দূষিত স্যালাইনের বিষয়টি সামনে আসায় ২০২৪ সালের ২২ মার্চ-কর্নাটক সরকার স্যালাইন নির্মাতা সংস্থাকে তিন বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল। ২০১৫ সালের জুন মাসে আলিপুরদুয়ারের চিকিৎসক এই বিষয়ে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে অভিযোগ জানানোর পরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যতক্ষণ না ওই স্যালাইন ব্যবহারের ফলে প্রসূতিতের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতির কথা প্রকাশ্যে আসে।এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৩০ জানুয়ারি ।

বয়স্ক ব্যক্তিদের গঙ্গাসাগরে রেখে যাওয়ার ঘটনা বেড়েছে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: এবারে বাড়ি থেকে বয়স্ক ব্যক্তিদের এনে গঙ্গাসাগরে রেখে চলে যাওয়া ঘটনা বেড়ে গেছে।আর এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে প্রশাসন ও হ্যাম রেডিও।গঙ্গাসাগরে এমন সমস্যার কথা জানতে পারে হ্যাম রেডিও।তাদের কাছে খবর আছে হরিলাল সিং (৬৫) তাঁর বাড়ি মেভারম, ফারুকাবাদ। তাঁকে সমুদ্র সৈকতে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সক্রিয় হয় প্রশাসন।পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায় এরকম আগেও দু'তিনটি খবর এসেছে।যেখানে জানা গিয়েছে বিষয় সম্পত্তি হাতানোর লোভে বয়স্ক কিছু ব্যক্তিদের ভিন রাজ্য থেকে এনে সাগরে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে মোটা টাকার বিনিময়ে।আর এই ঘটনার যাতে পুনারাবৃত্তি না হয় সেজন্য হ্যাম রেডিও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নবগ্রামে আগ্নেয়াস্ত্রসহ যুবক গ্রেফতার

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: নবগ্রামের বিলবসিয়ে এলাকা থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি কার্তুজসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের বাড়ি নবগ্রামের তালগড়িয়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ভোর রাতে বিলবসিয়ে এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ওই যুবককে।
পুলিশ তাকে আটক করে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং দুটি কার্তুজ।
পুলিশের অনুমান, যুবকটি কোনো অপরাধমূলক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রটি সঙ্গে নিয়ে চলছিল। ধৃত যুবককে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে, তবে এর পেছনে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সংখ্যালঘুদের ভিখারি করতে ওয়াকফ বিল আনছে কেন্দ্র: প্রিয়দর্শিনী হাকিম

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: নাজাত এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে এবং পীর আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহ আলাইহির পুত্র পীরজাদা মাসুমবিল্লাহ আহবানে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবাদ সভা এবং ইসালে সওয়াব মাহফিল।
বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো হতে বসিরহাট পানিগোবরা এজেড দীনিয়াতি বয়েজ মিশনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল মহিলা সেলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়দর্শিনী হাকিম, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ইমাম প্রতিনিধি মাওলানা হাসানুজ্জামান, মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া, ফাতেমা তুজ জোহরা গার্লস মিশন ও এতিমখানার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহ, মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা মাসুমবিল্লাহ ছাড়াও একাধিক বিশিষ্ট জনেরা। এদিন প্রিয়দর্শনী হাকিম বলেন কেন্দ্র সরকার ওয়াকফ বিরোধী বিল আনতে চলেছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ মানুষের ভালো চায় না। মানুষের স্বার্থে কোন কাজ করে না, সাধারণ গরিব মানুষকে ভিকারি করতে এই বিল। কেন্দ্রীয় সরকারের একটাই লক্ষ্য হিন্দু মুসলিমে দ্বন্দ্ব তৈরি করা। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য ফাটল ধরানো। আমরা সাধারণ মানুষ সকলে মিলে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতা করবো । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আন্দোলনের পথ দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথে বসিরহাটের সকল মানুষ সহ গোটা রাজ্য তথা ভারতের মানুষ কেন্দ্রের ওয়াকফ বিরোধী বিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে আগামী দিন আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। আমরা হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই আমাদের মধ্যে কোনরকম কেউ ফাটল ধরাতে পারবে না। পাশাপাশি এদিন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান বলেন -এই বিল সর্বনাশা বিল । কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করে গোটা দেশটাকে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে ভাগ করতে চায়। গোটা ভারত তথা বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ সেটা কখনো মানবেন না আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই মিলেমিশে থাকবো। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ইমাম প্রতিনিধি হাসানুজ্জামান বলেন কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র ভাঙার পক্ষে , কোন জিনিস তৈরি কিংবা গলার পক্ষে নয় । শুধু ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, মসজিদ মন্দির ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভোট চাওয়ার মত কোন উন্নয়নই নেই। সাধারণ মানুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনে ইতিমধ্যে সরব হয়েছে । আগামী দিনে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবাদে নামবে।
এছাড়াও পানিগোবরা এজেড দীনিয়াতি বয়েজ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা মাসুমবিল্লাহ বলেন, আমরা আজ এই অনুষ্ঠানটা করছি সাধারণ মানুষের স্বার্থে, সম্প্রীতির স্বার্থে, ওয়াকফ সম্প্রতি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের নয় এগুলি সাধারণ মানুষের এখানে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। তাই তার বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই আন্দোলন চলবে।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে আদিবাসী সিঙ্গেলের ডেপুটেশন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের। মূলত তিন দফা দাবিতে এদিন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) এর নিকট ডেপুটেশন দেন সংগঠনের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ, সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন সুনিশ্চিত করা এবং সাঁওতালি মিডিয়াম পাঠ্যসূচী অনুসারে বই বিতরণের দাবিতে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে শামিল হয় আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযান। দাবি মানা না হলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল হবেন বলেই সাফ জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে।
এ বিষয়ে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি পরিমল মার্ডি জানান, 'এখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুলগুলোতে। অলচিকি স্ক্রিপ্টের ১০০ বছর পূর্তি হতে চলেছে। আমরা চাইছি এ বছর থেকে সম্পূর্ণভাবে সাঁওতালি ভাষায় পঠন-পাঠন চালু হোক। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামীতে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হব।'

আদহাটা গার্লস হাইস্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

শেখ কামাল উদ্দীন ● আমডাঙ্গা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার আদহাটায় নারীদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য একদা হাজী আমজাদ হোসেন ও ডাঃ সেখ আবুল খায়ের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন পায়ে পায়ে তা পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করে ২০২০ সালে। গতকাল ও গত পরশু সেই আদহাটা গার্লস হাই (উঃ.মা) স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণকলি মণ্ডল বলেন, 'মূলত করোনার কারণে একটু দেরিতে এই অনুষ্ঠান করা হল।' তিনি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাসহ পরিচালন সমিতির প্রাক্তন সভাপতি, সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৫ই জানুয়ারি এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে আমডাঙার বিধায়ক রফিকার রহমান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকার একটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তির জন্য এলাকার অভিভাবকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ছাত্রীদের জন্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উদাহরণ দিয়ে বাল্যবিবাহ রোধে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। বিধায়ক রফিকার রহমান তাঁর এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের মাঠের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দেন। সকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকা পরিদর্শন করে। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রীরা দু'দিন ধরে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও নাটক প্রদর্শন করে। এছাড়া একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। আদহাটা গার্লস হাই (উ.মা) স্কুলের ছাত্রীরা ছাড়াও দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে আমডাঙার কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীসহ বারাসাতের নজরুল চর্চা কেন্দ্রের শিল্পীরাও সংগীত পরিবেশন করেন। সুবর্ণজয়ন্তীতে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ও শিক্ষিকারাও অংশগ্রহণ করেন। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে এলাকার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশগ্রহণ করেন।

হাসপাতাল পুনরুজ্জীবনের দাবিতে এসডিপিআই-এর পদযাত্রা ডোমকলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: ডোমকল বিধানসভার গড়াইমারী অঞ্চলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা হাসপাতাল পুনরায় চালু ও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিতে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে আজ একটি পদযাত্রা ও জনসভার আয়োজন করা হয়। মোমিনপুর থেকে গড়াইমারী হাসপাতালের সামনে দিয়ে পদযাত্রা শেষ হয় গড়াইমারী বাজারে। গড়াইমারী বাজারে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এসডিপিআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম বলেন, ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের ৫ দফা দাবি পূরণ করতে হবে অন্যথায় আমরা জেলা স্বাস্থ্য দফতরে ডেপুটেশন ও বৃহৎ আন্দোলনের পথে নামব।" হাকিকুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে বলেন–গড়াইমারীর এই ঐতিহাসিক হাসপাতাল একসময় কার্যকর ছিল, অথচ এখন তা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অতি শীঘ্রই হাসপাতালের জরুরি বিভাগ চালু, রাস্তা সংস্কার, প্রয়োজনীয় ডাক্তার-নার্স ও সরঞ্জামের অভাব পূরণ, এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করা হলে, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে বৃহৎ প্রতিবাদ গড়ে তোলা হবে। জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম বলেন, এই হাসপাতাল কেবল একটি ভবন নয়; এটি ছিল মানুষের জীবনের রক্ষাকবচ। কিন্তু অবহেলা ও দুর্নীতির ফলে তা কার্যত অচল। এখনই এটি পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, অন্যথায় জনগণের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবার দাবিতে এই আন্দোলন আরও বৃহৎ রূপ নিতে প্রস্তুত। ব্লক সভাপতি মিজানুর রহমান বলেন, হাসপাতালের সাথে সংযোগকারী রাস্তা সংস্কার না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে এখানে আসা কঠিন। স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে এই বঞ্চনা আর সহ্য করা হবে না।" এছাড়া ব্লক সম্পাদক মাসুদুল হক ও স্থানীয় নেতৃত্ব হাসপাতালের পরিকাঠামো, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাবের কথা তুলে ধরে দ্রুত সমস্যার সমাধান দাবি করেন। পাশাপাশি হাসপাতাল মোড় থেকে হাসপাতাল হয়ে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করার দাবি জানান। সভায় তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও অবহেলার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রেখে সুন্দর সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নিয়ে বলাগড়ের গঙ্গা ভাঙন পরিদর্শনে সাংসদ রচনা

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে সাংসদ রচনা কথা দিয়েছিলেন, সংসদ হলে তার প্রথম কাজ হবে বলাগড়ের গঙ্গা ভাঙনের কথা তুলে ধরা, যেই কথা সেই কাজ, সংসদে প্রথম বক্তব্যে তুলে ধরেছিলেন বলাগড়ের সাধারন মানুষের কষ্টের কথা, এবং তার বারংবার কেন্দ্র সরকারকে জানানোর পর অবশেষে, বৃহস্পতিবার ১৬ই জানুয়ারি কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল বলাগড় থেকে ভদ্রেশ্বরের ভাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন, সংসদ রচনা ব্যানার্জি বলেন প্রচারে এসে মানুষের কষ্ট দেখেছিলাম, তাই শপথ গ্রহণ করে সর্বপ্রথম পার্লামেন্টে এই বলাগড়ের গঙ্গা ভাঙ্গনের কথা তুলে ধরেছিলাম, যেভাবে বলাগড় আসতে আসতে গঙ্গার তলায় তলিয়ে যাচ্ছে এই কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পারিনি।, তাই বারংবার কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করে আজ অবশেষে তার ফল পেলাম। রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হওয়ার পরেই বলাগড়ের গঙ্গার ভাঙ্গন পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল এতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা.
হুগলিতে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরেই বলাগড় তথা হুগলিতে গঙ্গা ভাঙন নিয়ে সংসদে সরব হয়েছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার জেরে এবার ভাঙন খতিয়ে দেখতে হুগলির বলাগরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদল। আজ সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনজনের গঙ্গা প্রতিরোধ কমিশনের প্রতিনিধিদল গঙ্গার ভাঙন দেখতে এলেন বলাগড়ে। হুগলি বলাগরে কেন্দ্রীয় সরকারের বন্যা প্রতিরোধ কমিশনের প্রতিনিধি দল আসতেই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, পাঁচ বছর জেলায় বিজেপির সাংসদ ছিলেন।
বলাগড়ের ভাঙ্গন নিয়ে কোন পদক্ষেপ করেননি।
এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছে পদ্ম শিবির। যদিও দলীয় নেতৃত্ব প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছে না।

প্রথম নজর

থাইল্যান্ডে ধানক্ষেত রূপ নিয়েছে শিল্পকর্মে

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে একটি দুই একর ধানক্ষেতকে শিল্পকর্মে রূপ দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটি ড্রাগন ও একটি বিড়াল চিত্রিত হয়েছে, যা সম্প্রদায়ের বন্যা-পরবর্তী পুনর্গঠনকে প্রতিনিধিত্ব করা আশার প্রতীক। এএফপি বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে।

ধানক্ষেতটির মালিক তান্যাপং জাইকাম এএফপিকে জানিয়েছেন, বিড়ালটি তার নিজ শহর চিয়াং রাইয়ের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা গত বছরের বর্ষাকালে বিধ্বংসী বন্যার শিকার হয়েছিল। অন্যদিকে ড্রাগনটি গত বছরের রাশিচক্রের প্রতীক। বিড়ালটিকে রক্ষার ভঙ্গিতে প্রদর্শিত হয়েছে। গাড়ি প্রকৌশলী তান্যাপং তার বন্ধু ও পরিবারের ২০ জনের সঙ্গে এই শিল্পকর্মটি তৈরি করেছেন। এতে ধানের চারা প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর নকশা তৈরি করতে এআই প্রযুক্তি ও স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

এক মাস ধরে অত্যন্ত যত্নশীল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৈরি করা এই শিল্পকর্মটি নির্মাণে তার প্রায় পাঁচ লাখ বাথ খরচ হয়েছে, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা।

তান্যাপং এএফপিকে বলেন, ‘এই শিল্পকর্মটি খুবই সূক্ষ্মভাবে করার প্রয়োজন ছিল, তাই আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়েছে। তবে আজকের প্রযুক্তির সহায়তায় এটি সহজতর হয়ে উঠেছে।’

ডিসেম্বরের শেষ দিকে এই শিল্পকর্মটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

তবে তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমরা এখনো খুব বেশি দর্শনার্থীর জন্য প্রস্তুত নই।’

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ

আপনজন ডেস্ক: আলোড়ন সৃষ্টি করা মার্কিন আর্থিক বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী নাথান অ্যান্ডারসন নিজেই এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ যখন তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে, তখন আর্থিক বিশ্ব তার শ্বাস বন্ধ করে রাখে। করপোরেট অপকর্মের সব তথ্য প্রকাশ এবং বাজারের উত্থান-পতন ঘটানোর জন্য পরিচিত এই ফার্মের প্রতিবেদনগুলো।

২০১৭ সালে হিন্ডেনবার্গ প্রতিষ্ঠা করেন নাথান অ্যান্ডারসন। এটি একটি ফরেনসিক আর্থিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। যেটি সম্পত্তির মালিকানা, আর্থিক চুক্তি এবং আমানত বিশ্লেষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে বলা আছে, হিন্ডেনবার্গ ‘মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয়’ যেমন– আর্থিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা এবং অপ্রকাশিত আর্থিক লেনদেনগুলোর খোঁজ করে থাকে।

হিন্ডেনবার্গ শর্ট সেলিং পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পানির আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ব্যবস্থাপনার ত্রুটি প্রকাশ করতো। এরপর সংস্থাটি তাদের নিশানা করা কম্পানির শেয়ারের দাম কমে যাওয়ার পূর্বাভাসে বিনিয়োগ করতো। হিন্ডেনবার্গের প্রতিবেদন দেখে অনেক বিনিয়োগকারীও শেয়ার বিক্রি করে দিতেন। শর্ট সেলিং পদ্ধতিতে একজন বিনিয়োগকারী শেয়ার ধার নিয়ে বিক্রি করে এবং ভবিষ্যতে দাম কমে গেলে তা ফের কিনে নিয়ে লাভ করে।

তবে দাম বেড়ে গেলে তাদের বিপুল ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।

গতকাল বুধবার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এক বার্তায় নাথান অ্যান্ডারসন বলেন, ‘সাত বছরের যুগান্তকারী এবং বিতর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের পর শর্ট-সেলিং ফার্মটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

অ্যান্ডারসন একটি ব্লগ পোস্টে লিখেছেন, ‘আমি গত বছরের শেষে আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং আমাদের দলের সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করি, আমি হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ তিনি আরো বলেন, ‘পাইপলাইনে যেসব আইডিয়া ছিল–সেগুলোর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে।

আমাদের হাতে আর নতুন কোনো আইডিয়া নেই। মূলত এ কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

উল্লেখ্য, হিন্ডেনবার্গের ২০২৩ সালের একটি প্রতিবেদন আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে।

যুদ্ধবিরতির খবরে উল্লাসে ফেটে পড়ল গাজাবাসী

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ১৫ মাস ধরে চলা ভয়াবহ যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার খবরে উল্লাসে ফেটে পড়লেন সর্বস্ব হারানো গাজাবাসী। বাঁধ ভাঙা উল্লাস করতে দেখা গেছে তাদের।

বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ হামাস ও দখলদার ইসরায়েল যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে রাজি হয়।

যুদ্ধবিরতির খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ ও অন্যান্য এলাকায় হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন। আনন্দে তারা একেঅপরকে জড়িয়ে ধরেন। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অনেককে মুঠোফোনে ছবি তুলতে দেখা যায়।

গাজা শহর থেকে ভূখণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নুসাইরাত ক্যাম্পে বাস্তুচ্যুত ৪৫ বছর বয়সী রান্ডা সামেহ বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দুঃস্বপ্ন অবশেষে শেষ হচ্ছে। আমরা অনেক মানুষকে হারিয়েছি, আমরা সবকিছু হারিয়েছি।’

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে আগামী রোববার (১৯ জানুয়ারি) থেকে। ঘোষিত যুদ্ধবিরতিতে মূল মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র, কাতার ও মিসর। কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল-থানি ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আলাদা বিবৃতিতে যুদ্ধবিরতির কথা নিশ্চিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যুদ্ধবিরতির কথা জানিয়েছে।

যুদ্ধে অবরুদ্ধ উপত্যকাটির প্রায় প্রতিটি পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক পরিবার নির্বংশ হয়েছে। ইসরায়েলি হামলায় গাজায় ঘর-বাড়ি, স্কুল-হাসপাতাল এবং রাস্তা-ঘাটসহ নানা অবকাঠামোর যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লাগবে।

ইসরায়েল-হামাস যেসব শর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা যুদ্ধ এবং হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার পর অবশেষে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাতে একজন মার্কিন কর্মকর্তা এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রয়টার্সকে ওই কর্মকর্তা জানান, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হলেও চুক্তিতে ছয় সপ্তাহের একটি প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির সময় নির্ধারণ করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ফিলিস্তিনি কর্মকর্তা জানান, হামাস এই যুদ্ধবিরতি ও বন্দিদের ফেরতের প্রস্তাবের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে মৌখিক অনুমোদন দিয়েছে।

তারা চূড়ান্ত লিখিত অনুমোদন দেওয়ার আগে আরো তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে।

গত রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহমান বিন জসিম আল থানি বলেন, ‘যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি মুক্তির চুক্তিতে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস। আগামী রবিবার থেকে এই চুক্তি কার্যকর হবে।’

চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম ধাপে ৩৩ জন ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস।

তাদের মধ্যে সব নারী, শিশু ও ৫০ বছরের বেশি বয়সী পুরুষরা রয়েছেন।

চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ কার্যকরের বিষয়ে আলোচনাগুলো প্রথম ধাপের ১৬তম দিনের মধ্যে শুরু হবে। সেখানে অবশিষ্ট সব ইসরায়েলি বন্দিকে মুক্তি, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

তৃতীয় ধাপে অবশিষ্ট মৃতদেহগুলোর ফেরত দেওয়া এবং গাজা পুনর্গঠনের কাজ শুরুর কথা রয়েছে।

এই কাজ মিসর, কাতার ও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

হামাস জানিয়েছে, তাদের প্রতিনিধি দল যুদ্ধবিরতি চুক্তি এবং ইসরায়েলি বন্দিদের ফেরত দেওয়ার বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীদের অনুমোদন দিয়েছে। এই চুক্তিতে শর্তের মধ্যে রয়েছে, গাজা উপত্যকা থেকে ধীরে ধীরে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে এবং হামাসের হাতে আটক বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হবে।

তবে গত বেশ কয়েক মাস ধরে হামাস, ইসরায়েল এবং মধ্যস্থতাকারী তিন দেশ মিসর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের যুদ্ধবিরতির চুক্তির খসড়া আদান-প্রদান হয়েছে। বিভিন্ন সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের পর চূড়ান্ত যে চুক্তির ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে হামাস এবং ইসরায়েল, সেটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে ইসরায়েল জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তি চুক্তির বেশ কয়েকটি বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। তবে তারা আশা করছে, সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘চুক্তির বেশ কয়েকটি ধারা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আমরা আশা করি, আজ (বুধবার) রাতের মধ্যেই সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে।’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায়ে গাজার জনবসতিপূর্ণ সব এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেবে ইসরায়েল এবং বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারবেন। এ ছাড়া প্রথম স্তরের ৬ সপ্তাহে অন্তত ৬০০ ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রবেশ করবে বলেও গতকালের ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট।

এদিকে যুদ্ধবিরতির খবরে গত রাতে গাজার খান ইউনিসসহ বিভিন্ন এলাকায় ফিলিস্তিনিদের উল্লাস করতে দেখা গেছে।

গাজাকে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে সব করবে তুরস্ক: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়িব এরদোগান বলেছেন, গাজাকে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে সব করবে তুরস্ক। বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) তুর্কি সংবাদসংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মিত্র এরদোগান বলেন, এই চুক্তি ফিলিস্তিনি ভাই-বোন এবং পুরো অঞ্চলের জন্য স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথ উন্মুক্ত করবে।

এদিকে, গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা সহিংসতার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তি রোববার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে ছয় সপ্তাহের প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় ইসরাইল ও হামাস। যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি বলেছেন, ইসরাইলের পার্লামেন্টে অনুমোদন পাওয়ার পর এই চুক্তি কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এই চুক্তির ফলে গাজায় লড়াই বন্ধ হবে, ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক ত্রাণ সহায়তা বাড়বে এবং বন্দীরা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, চুক্তির অনেক বিষয় চূড়ান্ত করার আগে আরো কাজ বাকি আছে। এই চুক্তিতে জোর দেয়ার জন্য তিনি জো বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

হামাস নেতা খলিল আল হাইয়া বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণের ‘প্রতিরোধের’ ফসল এই চুক্তি।

তিন ধাপের এই চুক্তি গাজায় যুদ্ধবিরতি, সেখান থেকে ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার এবং হামাসের হাতে বন্দি বন্দীদের মুক্তি অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখনো গাজায় ইসরাইলি হামলা অব্যাহত রয়েছে। বুধবার যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা আসার পর ইসরাইলি বিমান হামলায় ২০ জনেরও বেশি নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে হামাসের সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি।

ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে স্কার্ফ পরালেন আলবেনীয় প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির মাথায় স্কার্ফ পরিয়ে দিলেন আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা।

বুধবার আবুধাবিতে ‘ওয়ার্ল্ড ফিউচার এনার্জি সামিটে’ যোগ দেন এ দুই বিশ্বনেতা। সেখানেই তিনি মেলোনিকে স্কার্ফ উপহার দেন এবং সেটি তার মাথায় পরিয়ে দেন।

সামাজিকমাধ্যমে এই মুহূর্তের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে মেলোনি অন্য নেতাদের সঙ্গে হেটে আসছেন। তখন তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেন এডি রামা। এটি দেখে মেলোনি তার কাছে ছুটে আসেন।

জানা গেছে, মেলোনির ৪৮তম জন্মদিন হিসেবে স্কার্ফটি তাকে উপহার দিয়েছেন আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

এই স্কার্ফটি তৈরি করেছেন এক ইতালিয়ান কারিগর। যিনি ইতালি থেকে আলবেনিয়াতে গিয়ে স্থায়ী হয়েছেন।

দু’জনের রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক বেশ ভালো। গত বছর আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন মেলোনি। এ চুক্তি অনুযায়ী, ইতালি সমুদ্র থেকে যেসব অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করবে তাদের কিছু অংশকে আলবেনিয়ার বন্দিশালায় পাঠানো হবে। যদিও আইনি জটিলতার কারণে এটি স্থবির হয়ে আছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিনি জনগণের ‘প্রতিরোধের’ ফসল যুদ্ধবিরতি চুক্তি: হামাস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনির অবরুদ্ধ গাজায় ১৫ মাস ধরে চলা সহিংসতার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তি আগামী রবিবার থেকে কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে ছয় সপ্তাহের প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সম্মত হয় ইসরায়েল ও হামাস। যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যস্থতাকারী কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি বলেছেন, ইসরায়েলের পার্লামেন্টে অনুমোদন পাওয়ার পর এই চুক্তি কার্যকর হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, এই চুক্তির ফলে গাজায় লড়াই বন্ধ হবে, ফিলিস্তিনিদের জন্য মানবিক ত্রাণ সহায়তা বাড়বে এবং জিম্মিরা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, চুক্তির অনেক বিষয় চূড়ান্ত করার আগে আরও কাজ বাকি আছে। এই চুক্তিতে জোর দেওয়ার জন্য তিনি জো বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানান।

হামাস নেতা খলিল আল হাইয়া বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণের ‘প্রতিরোধের’ ফসল এই চুক্তি।

তিন ধাপের এই চুক্তি গাজায় যুদ্ধবিরতি, সেখান থেকে ইসরায়েলি বাহিনী প্রত্যাহার এবং হামাসের হাতে বন্দি জিম্মিদের মুক্তি অন্তর্ভুক্ত। যদিও এখনও গাজায় ইসরায়েলি হামলা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল বুধবার যুদ্ধবিরতি চুক্তির ঘোষণা আসার পর ইসরায়েলি বিমান হামলায় ২০ জনেরও বেশি নিহত হওয়ার তথ্য জানিয়েছে হামাসের সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি। কাতারের প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েল ও হামাস উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, হামাসের হাতে আটক ৩৩ জিম্মির মুক্তির পরিবর্তে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের অনেককে ছেড়ে দেওয়া হবে। গাজার ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকাগুলো থেকে ইসরায়েলি বাহিনী আরও পূর্ব দিকে সরে যাবে। এর ফলে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িতে ফিরতে পারবেন। এছাড়াও ত্রাণবাহিনী শত শত ট্রাক প্রতিদিন গাজায় প্রবেশের সুযোগ পাবে। চুক্তির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনায় স্থান পাবে বাকি জিম্মিদের মুক্তি এবং ‘টেকসই শান্তির’ জন্য ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের বিষয়টি।

তৃতীয় ও চূড়ান্ত ধাপে আসবে গাজার পুনর্গঠন। এর জন্য অনেক বছর লেগে যেতে পারে। তবে হামাসের হাতে আর কেউ জিম্মি থাকলে তাদের মুক্তির বিষয়টিও আলোচনায় আসবে এই ধাপে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৮ মি.

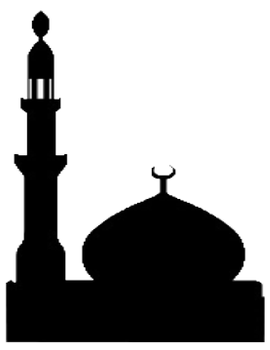

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫১	
আসর	৩.৩৮	
মাগরিব	৫.১৮	
এশা	৬.৩২	
তাহাজ্জুদ	১১.০৬	

গাজায় প্রতিদিন ৬০০ ট্রাক মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি

আপনজন ডেস্ক: ইসরাইল ও হামাস বুধবার গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। এ চুক্তি অনুযায়ী গাজা উপত্যকায় প্রত্যেক দিন ৬০০ ট্রাক মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা তাদের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। গাজা উপত্যকা চিকিৎসা সরঞ্জাম ও খাদ্যসামগ্রীসহ ব্যাপক মানবিক সহায়তার তীব্র সঙ্কটে রয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসে ‘আগুনে টর্নেডোর’ শঙ্কা, কয়েকটি এলাকায় লাল সতর্কতা

আপনজন ডেস্ক: দাবানলে ৯ দিন ধরে পুড়ছে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস। এটিকে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দাবানল বলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দাবানলে ২৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন। এদিকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে হয়েছে বুধবার (১৫ জানুয়ারি) থেকে শুরু হওয়া ‘সান্তা অ্যানা’ নামের এক ঝোড়ো বাতাস। কিছু পার্বত্য অঞ্চলে বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৭০ মাইলে পৌঁছাতে পারে বলে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, যা টিকে থাকলে প্রায় হারিকেনের শক্তি পাবে। এরই মধ্যে দাবানলদুর্গত লস অ্যাঞ্জেলেসে গতকাল বুধবার আরেকটি বিরল সতর্কতা দিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে দাবানলদুর্গত এলাকাগুলো ‘আগুনে টর্নেডোর’ ঝুঁকিতে রয়েছে। এটি বিরল হলেও এমন এক বিপজ্জনক অবস্থা, যেখানে দাবানল তার নিজস্ব আবহাওয়া তৈরি করে থাকে। বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পেলে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়বে। তাই লস অ্যাঞ্জেলেসের কয়েকটি এলাকায় ‘বিশেষভাবে বিপজ্জনক পরিস্থিতি’ নির্দেশক রেড ফ্লাগ অ্যালার্ট জারি করেছে মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা।

স্লোভাকিয়ায় স্কুলে শিক্ষার্থীর ছুরি হামলায় নিহত ২

আপনজন ডেস্ক: স্লোভাকিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি স্কুলে বৃহস্পতিবার একজন শিক্ষার্থীর ছুরি হামলায় দুজন নিহত ও এজন আহত হয়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও জরুরি সেবাদানকারী সংস্থার কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ১৮ বছর বয়সী হামলাকারী ওই শিক্ষার্থীকে অপরাধ সংঘটনের কিছুক্ষণের মধ্যেই আটক করা হয়। এ ছাড়া স্লোভাকিয়ার জরুরি সেবা বিভাগের ডাংকা কাপাকোভা বলেন, ‘আমরা দুজন নিহত ও একজন মাঝারি আঘাতপ্রাপ্তের খবর নিশ্চিত করছি। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’ এই হামলা পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী শহর স্পিস্কা স্টারা ভেসে ঘটেছে, যা রাজধানী ব্রাটিস্লাভা থেকে প্রায় ২৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। জরুরি সেবা বিভাগের মতে, এদিন স্থানীয় সময় দুপুর ১টা নাগাদ স্পিস্কা স্টারা ভেসের স্কুলটিতে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয়। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলাকারী একজন নারী শিক্ষক ও দুই সহপাঠীর ওপর আক্রমণ চালায়। স্থানীয় মেয়রের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদমাধ্যম এসএমই জানিয়েছে, হামলায় নিহতদের মধ্যে একজন উপপ্রধান শিক্ষক ও একজন শিক্ষার্থী। স্লোভাকিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাতুস সুটাজ এসটক এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন এবং হামলাস্থলে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২ মাঘ ১৪৩১, ১৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি

ইমানি দায়িত্ব

যক্ষবেশী বক অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–'আশ্চর্য কী?' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা, আয়াত-৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–'তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।' মহানবী (স.) এরশাদ করিয়াছেন–'আদম সন্তান বৃদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে–লোভ ও আশা।' যাহার ফলে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মনে হয় মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। যদিও প্রতিদিন হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর তাহার কানে আসে; কিন্তু হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর শুনার পরই ভাবে তাহার মৃত্যুর সময় হয়তো এখনো হয় নাই। সে আসলে নানাভাবে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে, মৃত্যু হইতে পালাইতে চাহে; কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, 'আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।' (সুরা ওয়াকিআহ :৬০)।

মুশকিল হইল, নির্বোধ ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্যকথা। আমরা দেখিতে পাই চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, খুনখারাবি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায় অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছে, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই শেষ খাবার হইতে পারে; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেন না। পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন–তাহার বংশধরেরা সহস্র-অযুত বছর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল–তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?' ঋষি উত্তরে বলেন, 'মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বত্স, মানুষের মনে অমর রহিবে।' অমর হওয়া যায় কেবল নিজেদের ভালো কাজের মাধ্যমে। আর খারাপ কাজের জন্য কোনো না কোনো সময় মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই হয়। অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই জন্য সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুকান্ত যেমন বলিয়াছেন :'জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।/ চলে যেতে হবে আমাদের।/ চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল...।' সুতরাং এই জঞ্জাল দূর করিবার জন্য আমাদের প্রাণপাত করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই জনপদকে বসবাস উপযুক্ত করিয়া যাইতে পারিব না। যেইভাবেই হউক, এই জনপদকে বসবাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। ইহা প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষের ইমানি দায়িত্ব।

•••••••••••••

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে কথা বললেই নাৎসি

ইসরায়েলের ছোট্ট এক শহর ওর ইহুদার এক শর্মার দোকানে ঘটনাটি ঘটল। নামে তুর্কি খাবারের রেস্তোরাঁ হলেও কোনো কিছুই তুরস্কের নয়। সাদামাটা ছোট দোকানে খাবারের দামও সস্তা নয়। তবু লোকজনের ভিড় লেগে থাকে প্রবেশমুখে, কাছে ও দূরে থেকে যাঁরা আসেন এখানকার খাবার চাখতে। আমার ছেলে সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে এর সন্ধান পায় একদিন। এর পর থেকে সুযোগ পেলেই এখানে খাওয়া তার একটি পছন্দের কাজ হয়ে যায়। লিখেছেন **গিডিয়ন লেভি**

ইসরায়েলের ছোট্ট এক শহর ওর ইহুদার এক শর্মার দোকানে ঘটনাটি ঘটল। নামে তুর্কি খাবারের রেস্তোরাঁ হলেও কোনো কিছুই তুরস্কের নয়। সাদামাটা ছোট দোকানে খাবারের দামও সস্তা নয়। তবু লোকজনের ভিড় লেগে থাকে প্রবেশমুখে, কাছে ও দূরে থেকে যাঁরা আসেন এখানকার খাবার চাখতে। আমার ছেলে সেনাবাহিনীতে কিছুদিন কাজ করার সুবাদে এর সন্ধান পায় একদিন। এর পর থেকে সুযোগ পেলেই এখানে খাওয়া তার একটি পছন্দের কাজ হয়ে যায়।

আর তাই শুক্রবার দুপুরে আমরা রেস্তোরাঁটিতে গিয়ে হাজির হই। তারপরই সেখানে গোলযোগটা বাধে। শুরু হয় উচ্চ স্বরে আমাদের শাপশাপান্ত করার মধ্য দিয়ে, শেষ হয় মারমুখী একদল আমাদের টেবিল ঘিরে ফেলার পর। 'তোর গলায় যেন খাবার আটকে তুই মারা যাস,' বলেই অভিশাপ দেওয়া হলো; 'ওদের এখানে ঢুকে খেতে দিলি কেন?' বলে দোকানের লোকজনকে ধমকানো হলো; 'যদি (সিসিটিভি) ক্যামেরা না থাকত, তাহলে আমি তোর নাক-মুখ ফাটিয়ে দিতাম,' বলে হুমকি দেওয়া হলো।

'অ্যাই, আপনারা দেখে যান, এখানে কে খেতে এসেছে,' বলে সেই হুমকিদাতা চিৎকার করে পথচারীদের ডেকে জড়ো করল। লোকজনও আমাদের ঘিরে ধরল এটা দেখতে যে এই শহরে কোনো শয়তান এসেছে। হুমকিদাতা যেভাবে মুঠো পাকিয়ে আমাদের টেবিলের খুব কাছে আস্ফালন করছিল, তাতে একটা বড় গোলযোগ নিশ্চিত। তাই আমরা নীরবে উঠে বেরিয়ে এলাম আর তাদের গালাগালি চলতেই থাকল। 'যে এই নাৎসির সঙ্গে খাবে, তার মাকে...' আমার ছেলের উদ্দেশেও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি বর্ষিত হলো উচ্চ স্বরে।

না, এটা প্রথমবার নয়, শেষবার তো নয়ই, এটা নতুনও নয়। তবে এসব গালাগালি ও হুমকির মধ্যে নতুন যে কথাটা আমি শুনলাম, তা হলো, 'গাজার বাচ্চাদের জন্য বড় দরদ তোর, তুই তো ব্যাটা নাৎসি একটা।'

ওর ইহুদায় নাৎসিবাদ তাহলে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হলো: নাৎসি হলো সে, যে গাজার শিশুদের প্রতি দরদ দেখায়! গাজা উপত্যকায় অনাহার, অবরোধ, কমতি, ধ্বংসযজ্ঞ, জাতিগত নিধন আর গণহত্যা যখন সারা দুনিয়ার কাছে নাৎসিবাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে, তখন ইসরায়েলের এই ছোট্ট শহরে ঘটছে ঠিক উল্টোটা। নাৎসি হলো সেই, যে ভুক্তভোগীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়। আর যে গাজার শিশুদের কথা ভাববে, সে এই ওর ইহুদায় খেতে আসতে পারবে না, এমনকি এই শহরের কাছেও ঘেঁষবে না।

গাজায় হামাস-ইসরায়েল চলমান এই যুদ্ধের সময় আমি স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে কম সহিংসতা ও হুমকির মধ্য দিয়ে গিয়েছি। সময়টাতে 'নেতানিয়াহু, হ্যাঁ বা না' এবং গাজায় আটক জিম্মিদের মুক্ত করা নিয়েই আবর্তিত হচ্ছে। এমনকি টেলিভিশনের সবচেয়ে উদারপন্থী অনুষ্ঠানগুলোয়ও বিকল্প মতামত বা যুদ্ধ অপরাধের যার কোনো প্রতিবাদ হয়নি–অন্তত যুদ্ধের চরম ও অপরাধমূলক পর্যায়ে। যুদ্ধগুলো যদিও শুরু হয়েছিল পূর্ণ সমর্থন নিয়ে, এমনকি ইহুদি সম্প্রদায়ের ভেতরে উদ্দীপনা জাগিয়ে। এই সমর্থন ততক্ষণই বজায় ছিল, যতক্ষণ না ফাটল ধরেছে আর প্রশ্ন উঠেছে যুদ্ধের কার্যকারিতা নিয়ে।

১৯৮২ সালের প্রথম লেবানন যুদ্ধ হলো এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গাজায় ২০০৮ সালে অপারেশন কাস্ট লিড ও ২০১৪ সালে অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজের কথাও বলতে হয়। এসব যুদ্ধাভিযানের একটা পর্যায়ে প্রতিবাদ উঠেছে, যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের কথা বলতে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এখন আর তা নয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের ইতিহাসের দীর্ঘতম এই যুদ্ধ সবচেয়ে বড় মতৈক্যের মধ্য দিয়েই চলছে, অন্তত জনপরিসরে এ নিয়ে যে বিতর্ক, সেখানে মতৈক্য প্রবল! প্রতিবাদকারীরা চাচ্ছে জিম্মি মুক্তির জন্য সমঝোতা, বিরোধিতাকারীরা চাচ্ছে যুদ্ধবিরতি, এমনকি যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। কিন্তু সবই জিম্মিদের ভালোর জন্য, রণক্ষেত্রে ইসরায়েলি সেনাদের প্রাণহানি ঠেকানোর জন্য। কোনোখানেই গাজার ভুক্তভোগীদের নিয়ে কোনো কথা নেই। যদি কেউ তাদের কথা বলার চেষ্টা করে, তাহলে সে তো একজন নাৎসি!

মগজধোলাই ও অন্ধত্ব এখন এমন ঐক্যবদ্ধ, তা অভূতপূর্ব। আর তাই, আমাদের কোনোভাবেই এই নতুন পরিস্থিতিকে হেয় বা খাটো করা চলবে না! বরং এ রকম চেষ্টা যে করবে, সে তো একজন নাৎসি। অভিশাপ, গালাগালি আর হুমকি মাথায় নিয়ে আমি ও আমার ছেলে যখন গাড়ির কাছে পৌঁছালাম, তখন এক তরুণ বন্ধু আমার কাছে এসে আশীর্বাদ চাইল। তার ধারণা, যে ব্যক্তি অভিশাপ ও হুমকির মুখে পাল্টা জবাব না দিয়ে নীরব থাকে, বিরোধিতাকারীদের কণ্ঠকে ঠাঁই দেওয়া হচ্ছে না। এতে করে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ-মর্মাহত গুটিকয় যে কয়জন আছেন, তাঁরা এখন জনরোষ থেকে নিরাপদে আছেন। কেননা তাঁদের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেকোনো বিতর্কে তাঁদের অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু এভাবে কণ্ঠ রোধ করাটা বিপজ্জনক। আমরা এমন কোনো যুদ্ধ দেখিনি, এক উচ্চতায় পৌঁছেছে, যা আমরা আগে কখনোই জানতাম না। ইসরায়েল এখন প্রতিরক্ষা বাহিনীকে (আইডিএফ) সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়ায় ঐক্যবদ্ধ, এমনকি ৭ অক্টোবরের পর গাজায় যা খুশি তা করার সীমাহীন অধিকার পাওয়া ও যুদ্ধ অপরাধগুলো স্তূপাকার ধারণ করার পরও। এটা তো বলা যেতেই পারে যে ২০২৫ সালের শুরুতে ইসরায়েল যতখানি সে ব্যক্তির কিছু ব্যতিক্রমী গুণ আছে। সে আমাকে বলল, আমি যেন তাকে এই আশীর্বাদ করি যে সে যেন একজন ভালো সহধর্মিণী পায়। আমি তাই করলাম। তাকে সাহায্য করতে পেরে আমি খুশি।

গিডিয়ন লেভি ইসরায়েলি সাংবাদিক ও লেখক। ইসরায়েলের দৈনিক পত্রিকা হারেৎজ থেকে নেওয়া। বাংলায় রূপান্তর

'অ্যাই, আপনারা দেখে যান, এখানে কে খেতে এসেছে,' বলে সেই হুমকিদাতা চিৎকার করে পথচারীদের ডেকে জড়ো করল। লোকজনও আমাদের ঘিরে ধরল এটা দেখতে যে এই শহরে কোনো শয়তান এসেছে। হুমকিদাতা যেভাবে মুঠো পাকিয়ে আমাদের টেবিলের খুব কাছে আস্ফালন করছিল, তাতে একটা বড় গোলযোগ নিশ্চিত। তাই আমরা নীরবে উঠে বেরিয়ে এলাম আর তাদের গালাগালি চলতেই থাকল। 'যে এই নাৎসির সঙ্গে খাবে, তার মাকে...' আমার ছেলের উদ্দেশেও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি বর্ষিত হলো উচ্চ স্বরে।

না, এটা প্রথমবার নয়, শেষবার তো নয়ই, এটা নতুনও নয়। তবে এসব গালাগালি ও হুমকির মধ্যে নতুন যে কথাটা আমি শুনলাম, তা হলো, 'গাজার বাচ্চাদের জন্য বড় দরদ তোর, তুই তো ব্যাটা নাৎসি একটা।'

পান্নুন হত্যা ষড়যন্ত্র: ভারতীয় এক নাগরিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক খালিস্তান আন্দোলনের নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত সন্দেহে 'অনামী' এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। ভারত সরকার নিযুক্ত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। গত বুধবার ওই কমিটির প্রতিবেদন সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে। মার্কিন নাগরিক শিখ সম্প্রদায়ের খালিস্তান আন্দোলনের নেতা পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে এক ভারতীয় নাগরিকের জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছিল যুক্তরাষ্ট্র সরকার। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ২০২৩ সালের নভেম্বরে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির দায়িত্ব ছিল, সংঘবদ্ধ অপরাধ, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা। সরকার মনে করে, ওই ধরনের অপরাধ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেরই নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘ তদন্ত শেষে ওই কমিটি সরকারের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেছে। তাতে এক 'অনামী' ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরুর সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি চায়, দ্রুত সেই প্রক্রিয়া শুরু ও শেষ হোক। কমিটির প্রতিবেদনে যাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ওই ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ এনেছিল বিকাশ যাদবের বিরুদ্ধে, যিনি সেই সময় ভারতের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইংয়ের (র) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত বছরের অক্টোবরে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ভারতের আধা সামরিক বাহিনী কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে কর্মরত কর্তা বিকাশ 'র'-এ প্রেষণে ছিলেন। পরে বিকাশকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির প্রতিবেদন এমন এক সময়ে পেশ করা হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রে বাইডেন প্রশাসন বিদায়ের মুখে এবং সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভানের ভারত সফরের কিছুদিন পর।

সব দরজা বন্ধ হলেও ফিলিস্তিনিরা পথ খুঁজে নেয়

আউনি আলমাশনি

সব যুদ্ধ যেভাবে শেষ হয়, তেমন করেই গাজা যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। কিন্তু এর অভিঘাত ও পরিণতি হবে অনন্য, সেটা এই যুদ্ধের ধরন ও গভীরতা–দুই বিবেচনাতেই।

যুদ্ধবিরতি (১৫ মাস পর যুদ্ধবিরতি শুরু হয়েছে) আসন্ন হোক অথবা আরও দীর্ঘদিন যুদ্ধ প্রলম্বিত হোক–যা-ই হোক না কেন, উপসংহারের রূপরেখাটা কেমন হবে, সেটা এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। পরের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

গাজার বেশির ভাগ এলাকা এমনভাবে ধ্বংস হয়েছে যে সেটা আর বসবাসের উপযোগী নেই। হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে অগুনতি মানুষ। গাজার বাসিন্দাদের তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িঘরের ঘটনাটি হজম করে যেতে হবে। শীত আর ক্ষুধা মোকাবিলা করতে হবে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে তাদের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে তুলবে, তবে এটি সংঘর্ষের সামগ্রিক গতিপথকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করবে না। রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করলে এই যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ফলাফল হলো, হামাসকে সামরিকভাবে দুর্বল করতে পারল ইসরায়েল। হামাসও তাদের কৌশল পাল্টাতে বাধ্য হবে। শেষ বিচারে গাজায় নিয়ন্ত্রণ হারাতে হতে পারে হামাসের। সংগঠন পুনর্গঠন করতে তাদের আরও অনেক বছর লেগে যাবে। কিন্তু এটিই পুরো গল্প নয়। গাজাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পটভূমির কেন্দ্রীয় চালক হিসেবে ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইস্যুটিকে মুছে ফেলতে পারবে না।

এই যুদ্ধ অনস্বীকার্যভাবে আবার নিশ্চিত করল যে ফিলিস্তিন ইস্যুটি নিরাপত্তার অথবা আরব-ইসরায়েল সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের মাপকাঠি দিয়ে উপেক্ষা করা যাবে না। ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত একদা বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিরা তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন না করা পর্যন্ত কোনো নিরাপত্তা অথবা শান্তি আসতে পারে না। এই সমীকরণ আজও সমানভাবে বিরাজ করে। হামাসের সঙ্গে যুদ্ধের পাশাপাশি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের উৎখাত করার জন্য এক বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে আসছে। কিন্তু সেই লক্ষ্য অর্জনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়িঘর, পানি সরবরাহব্যবস্থা, চিকিৎসাকর্মী, সংবাদিক–ফিলিস্তিনিদের জীবনযাপনের প্রতিটি জায়গায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা তাদের মাটি আঁকড়ে রয়ে গেছে। এটা ইসরায়েলের জন্য মতাদর্শিক, কৌশলগত ও নৈতিক ব্যর্থতা। দক্ষিণপন্থী ধর্মীয় ও জাতিবাদী জায়নবাদীদের গাজাকে 'জনশূন্য' করার প্রকল্প ব্যর্থ হয়েছে।

ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে উৎখাত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার মানে হচ্ছে, ইসরায়েলকে অবশ্যই এখন ফিলিস্তিনি বাস্তবতাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

যুদ্ধ শেষে ফিলিস্তিনিদেরও তাদের নিজস্ব উপসংহার টানতে হবে। তারা দেখেছে, আলাপ-আলোচনা কতটা ফলহীন হতে পারে। একদিকে আলোচনা চলেছে আর অন্যদিকে ইসরায়েলিরা তাদের ভূমি চুরি করে বসতি বাড়িয়ে গেছে। আবার একই সঙ্গে ফিলিস্তিনিরা দেখেছে, বেপরোয়া ধরনের প্রতিরোধ কেমন করে একটা গণহত্যামূলক যুদ্ধের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল।

এ বাস্তবতা অনেক ফিলিস্তিনিকে বিকল্প একটা প্রতিরোধের উপায় খুঁজে বের করতে বাধ্য করছে। ইতিহাস বলছে, যখন সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়েছে, তখনো ফিলিস্তিনিরা নতুন পথ খুঁজে বের করেছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৯৮২ সালে লেবানন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তারা সংগ্রামের একটি অভূতপূর্ব রূপ হিসেবে ইন্তিফাদাকে সামনে এনেছিল। সব দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন আবার ফিলিস্তিনিরা নতুন পথ উদ্ভাবন করছে। 'ইতিবাচক দৃঢ়তার' নামে এটি বিকশিত হচ্ছে। এখানে ফিলিস্তিনিদের সংকল্প আর জন্মভূমিতে তাদের অস্তিত্বের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বড় পরিসরকে ধারণ করে এবং প্রতিরোধের অনেকগুলো হাতিয়ারকে একসঙ্গে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে। একই সঙ্গে ফিলিস্তিনি জনগণের সব শক্তিকে একত্র করার ক্ষমতা ধারণ করে। ধ্বংসাত্মক সংঘাত আর অন্তহীন সংলাপের অসাড়তার বিরুদ্ধে এই মডেল কার্যকর হতে পারে। এই মডেল এখনো পরিপূর্ণ রূপ না পেলেও, ফিলিস্তিনিরা এর সম্ভাবনাকে অন্বেষণ করার আহ্বান জানিয়েছে।

যুদ্ধ শেষ হলে ইসরায়েল হয়তো বিজয়ীর চেহারা নিয়ে হাজির হতে চাইবে; কিন্তু কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইসরায়েল বিজয়ী হবে না।

আউনি আলমাশনি ফাতাহ আন্দোলনের পরামর্শক পরিষদের সদস্য

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

চতুর্থ বর্ষে পা রাখল কালনা বইমেলা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় চতুর্থ বর্ষে পা রাখল বইমেলা। শিক্ষক সমাজ, ছাত্র-যুব সমাজ এবং প্রবীণ নাগরিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় শুক্রবার, ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এই বইমেলা। কালনার এলআইসি অফিস সংলগ্ন একপেড়িয়ার রাইস মিলের মাঠে এই বছর মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে।বইমেলার সূচনার প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার বিকেল চারটায় কালনার নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে সিদ্ধেশ্বরী মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। শোভাযাত্রায় সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি অভিনেত্রী এনা সাহাকে দেখতে রাস্তার ধারে অসংখ্য মানুষ ভিড় করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনা বিধানসভার বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, এবং মেলার প্রধান উদ্যোক্তা সুব্রত পাল। মেলার প্রধান উদ্যোক্তা সুব্রত পাল জানান, ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই বইমেলা চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিদিন মেলায় থাকবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা। মেলায় বইপ্রেমীদের জন্য বিভিন্ন প্রকাশনার বই পাওয়া যাবে। বইমেলার প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলোচনা, কবিতা পাঠ এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। কালনার এই বইমেলা শুধু বইপ্রেমীদের মিলনমঞ্চ নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি ও জ্ঞানের আদানপ্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। এই মেলা স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদেরও আকর্ষণ করে। বইমেলার মধ্য দিয়ে কালনার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নতুন মাত্রা লাভ করবে বলে আশা করছেন আয়োজকরা।

৫০ বছর পূর্তি উৎসব সামসাবাদ হাই স্কুলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সাগরদিঘি

আপনজন: সাগরদিঘীর সামসাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন ঘিরে দুই দিন ব্যাপী জমজমাট আয়োজন স্কুল মাঠে। ১৬ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পতাকা উত্তলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই উৎসব, চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক মূলক নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় প্রথম দিনের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাগরদিঘী সামসাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার উৎসবের উদ্বোধন করেন বহরমপুর কে.এন কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝাঁ, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসব। প্রধান শিক্ষক মইনুল ইসলাম জানান আমাদের বিদ্যালয় ১৯৭৪ সালে ১টা ঘর এবং ১৩জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে ৫০ বছরে দাড়িয়ে সামসাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯৮০জন শ্রেণিকক্ষ বেড়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রাবন্ধিক মজিবুর রহমান, সমাজসেবী আমিনুল ইসলাম শক্তিপুর হাই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রদীপ নারায়ণ রায়, তথ্যচিত্র নির্মাতা মুজিবর রহমান, প্রাক্তন শিক্ষক সচিন পাল, শিক্ষক তিলক কুমার দত্ত, কবি আব্দুস সালাম, সমর দাস প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন শিক্ষক রতন বালা।

ছবি: রহমতুল্লাহ

ভাঙড়ের ভগবানপুর উচ্চ বিদ্যালয় শতবর্ষে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: শতবর্ষে পদার্পণ করল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড় চক্রের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবানপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ মঙ্গলবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের বর্নাঢ্য পদযাত্রা এলাকা প্রদক্ষিণ করে। অনুষ্ঠানে ডালিতে ছিল বক্তব্য, কবিতা, নাটক, গান প্রভৃতি। জানা গেছে সারা বছর ধরে এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান চলবে। শতবর্ষ উৎযাপন অনুষ্ঠানে প্রশাসনের আধিকারিক, বিভিন্ন পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

পৌরসভায় সাংবাদিক সংবর্ধনা

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ইংরেজি নববর্ষে বোলপুর পৌরসভা উদ্যোগে সাংবাদিকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সাংবাদিকরা। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মাননীয়া পর্ণা ঘোষ মহাশয়া সহ ও অন্যান্য

পৌরসভার আধিকারিক বৃন্দ। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক খাইরুল আনাম বক্তব্য রাখেন এই অনুষ্ঠানে।

পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পেশ করা উপলক্ষে ব্যাপক খানাপিনা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ। আর এই প্রশাসনিক কাজে খানাপিনা সারলেন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। মানিকচক বিডিও অফিসে রীতিমতো প্যান্ডেল খাটিয়ে চলল মহাভোজ। কবজি ডুবিয়ে খেলেন শাসকদলের নেতারা। তাও আবার অভিযোগ সেটা সরকারি টাকায়। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে রীতিমতো হুমকি দিয়ে ক্যামেরা বন্ধের নির্দেশ দিলেন সাংবাদিককে। পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতার দাবি ভোজ ও উপহার মিলিয়ে আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার খরচ ধরা হয়েছে। এই দিন বহিরাগত ক্যাটারিং রান্না করেছে নানা রকমারি পদ।মেনুতে পোলাও মাংস মাছ কোন কিছুই বাদ নেই। ভোজে আমন্ত্রিত পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য তাদের পরিবার।শাসক দলের ছোট-বড় নেতা ও তাদের অনুগামীরা।সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ জনের পেটপুরে

খাবারের আয়োজন। খাবারের পাশাপাশি ছিল নতুন বছরের ডায়েরী এবং পেন উপহার।বিরোধী দলের অভিযোগ সবটা হয়েছে সরকারের টাকায় অর্থাৎ জনগনের টাকায়। সমস্ত খরচ যে সরকারি টাকায় করা হয়েছে তা খোদ স্বীকার করে নিয়েছেন সভাপতি পিংকি মণ্ডল। তিনি জানান, রীতি মেনেই মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তবে সরকারের টাকায় দেদার দলীয় কর্মীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করতেই রীতিমতো রেগে আগুন হয়ে ওঠেন তিনি। মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল জানান, সরকারি আমলারা বর্তমানে শাসকদলের হাতের পুতুল। ইতিমধ্যেই সমস্ত কাজ পেটোয়া ঠিকাদারদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে মোটা টাকার বিনিময়ে। হয়তো বা পেটোয়া ঠিকাদাররায় এই ভোজের আয়োজন করেছিল।

সাংসদ কোটার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন সাজদা আহমেদ

সুমিত চক্রবর্তী ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সংসদ কোটার টাকা ঠিকমতো কাজ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে এবং নতুন কাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে আসেন সাংসদ সাজদা আহমেদ, সংসদ কোটার টাকায় কাজের অগ্রগতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে কি কি কাজ করলে উপকার হয় সেই বিষয়েও বৃহস্পতিবার তিনি পর্যালোচনা করেন। যে সকল এলাকায় সংসদ কোটার কাজ হয়েছে সেই সকল এলাকায় তিনি পরিদর্শন করেন উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক ডা. নির্মল মাজি, কে সঙ্গে নিয়ে। আমতা অডিটোরিয়াম, নবপ্রস্তাবিত প্রোজেক্ট সত্যম-শিবম-সুন্দরম (আনন্দ আশ্রম) ও সন্তোষনগর পাবলিক ইকো পার্ক ধুরে দেখেন তারা। বিধায়ক তার এলাকায় কি

কি কাজ হয়েছে এবং নতুন কি কি কাজ শুরু করতে চান সেগুলি তিনি সংসদ কে নিয়ে ঘুরে দেখান, কাজের অগ্রগতি নিয়ে এবং নতুন কাজের পর্যালোচনা তিনি করেন, আমতা অডিটোরিয়ামের জন্য অর্থাৎ রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের জন্য প্রথমে ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরে ২৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে বলে জানান, সন্তোষনগর ইকো পার্কের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়েছে, নতুন প্রস্তাবিত প্রজেক্ট সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, বিশেষভাবে সক্ষম,এবং অসহায় মহিলাদের জন্য করা হয়েছে তার জমির এলাকা পরিদর্শন আজ তিনি করেন এবং তার জন্য তিনি তার ফান্ডের থেকে অনুদান দেবেন বলে জানা যায়, এবং আমতা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমতি জয়শ্রী বাগ, আমতা-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমতি আদৃতা সমাদ্দার, আমতা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ অজয় কুমার সিং,উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিমল দাস, আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির ২ কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা, তুষার কর সিনহা প্রমুখ।

আবুল কাসেম হাইমাদ্রাসায় তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: বৃহস্পতিবার মালদা জেলার চাঁচল-২ ব্লকের ঐতিহ্যবাহী শুক্রবারি আবুল কাসেম হাই মাদ্রাসার তিনদিন ব্যাপী বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। তিন দিন ধরে চলে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সেইসঙ্গে সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গত মঙ্গলবার বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ড. ওবায়েদুর রহমান। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, জেলা পরিষদ অন্যতম সদস্য রেহেনা পারভিন সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন । অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু,চাঁচল-২ ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন সামসি কলেজের অধ্যক্ষ সলিল

মুখোপাধ্যায়, উত্তরাখন্ডের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. হাসিবুর রহমান প্রমুখ। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ড. ওবায়েদুর রহমান বলেন, পড়ুয়ারা কবিতা আবৃত্তি, বক্তব্য, গজল, কেরাত , যেমন খুশি তেমন সাজো, ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারী দের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এবছরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্টুডেন্ট অফ দ্যা ইয়ার, স্টুডেন্ট অফ দ্য টপার এবং প্রথম বারের মতো মাতাশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাদ্রাসার মধ্যে প্রথম স্থান দখল কারী বেনজির বানুর মা মাকসুদা খাতুন কে এবং ওই বছরের উচ্চ মাধ্যমিকে মাদ্রাসার প্রথম সুমাইয়া খাতুনের মা লুৎফুন্নেসাকে মাতাশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। তাদের হাতে স্মারক, মানপত্র ও পুরস্কার তুলে দেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ড. ওবায়েদুর রহমান। মাতাশ্রী পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। পঞ্চমবর্ষ 'আবুল কাসেম স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয় মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র রতুয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমানকে৩০০০ টাকার চেক, স্মারক, মানপত্র তুলে দেওয়া হয়।

চুরির কিনারা করতে থানায় ডেপুটেশন

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসিতে থানায় ডেপুটেশন দিলো গলসি ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। মূলত বাজারে চুরি ও যানজট বন্ধ করতে এদিন তারা ডেপুটেশন দেন। গলসি বাজার থেকে তারা একটি মিছিল করেন, যেখানে হাজির হন বাজারের অসংখ্য ব্যবসায়ী। তাদের দাবি, বেশ কিছু দিন আগে বাজারে একটি মোবাইলের দোকানে চুরি হয়। দ্রুত সেই চুরির কিনারা করার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি বাজারে নিত্যদিন যানজটের সমস্যা হচ্ছে, যার কারণে মানুষকে হয়রানি হতে হচ্ছে। বাজারকে যানজটমুক্ত

করতে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়। জানা গেছে, বাজারে রাস্তার উপরে দোকানদাররা পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করছেন। তাছাড়া বাজারে যত্রতত্র টোটো, গাড়ি ও মোটরবাইক পার্কিং করা হচ্ছে। এর ফলে রাস্তার অধিকাংশ অংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। তবে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি ৪৯টি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করেছে।

বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু নাবালক সহ ২ জনের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আবাস প্রকল্পে বাড়ি তৈরীর কাজ চলছিল। তাই উঠোনেরই একপাশে থাকা ঝিটেবেড়ার বাড়িতে সাময়িকভাবে উঠে এসেছিলেন পরিবারের লোকজন। গভীর রাতে সেই ঝিটেবেড়ার ঘর ধসে মৃত্যু হল পরিবারের দুই সদস্যের। গতকাল গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাস নন্দীপাড়া । পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম উজ্জ্বলা হাজরা ও দেব কেওড়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ইন্দাস নন্দীপাড়া এলাকায় নিজেদের মাটির ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন উজ্জ্বলা হাজরা। সম্প্রতি আবাস প্রকল্পে বাড়ির বরাদ্দ টাকা পাওয়ায় তিনি নিজের ঘর ভেঙে পাকা ঘর তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। এই অবস্থায় সাময়িকভাবে বাড়ির উঠোনের একপাশে থাকা একটি ঝিটেবেড়ার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। গতকাল গভীর রাতে যখন ওই ঝিটেবেড়ার ঘরে উজ্জ্বলা হাজরা নিজের নাতি দেব কেওড়াকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন সেই সময় আচমকাই ঝিটে বেড়ার ঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। আর তাতেই চাপা গিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের দাবী স্থানীয় একটি পুকুরের জল তুলে ফেলার কাজ করছিলেন পুকুরের মালিক। পুকুরের সেচ করা জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উজ্জ্বলা হাজরার ঝিটেবেড়ার ঘরের পাশ দিয়ে। তাতেই ঘরের দেওয়াল ভিজে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গোটা ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবীতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই এলাকায় ছুটে যান বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও পদাধিকারীরা। সবরকমভাবে পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

দুর্ঘটনা এড়াতে সেতু সংস্কার গ্রামবাসীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

আপনজন: প্রত্যন্ত সুন্দরবন। সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া পঞ্চায়েতের সন্তোষ পাড়া। এই পাড়ার হাজার হাজার বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র পথ খালের উপর বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো দিয়েই প্রতিদিনই স্কুলের কচিকাঁচা সহ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এহেন বাঁশের সাঁকোতে বিভিন্ন জায়গায় ভগ্ন হয়ে ভেঙে পড়ে। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হয়। এমনকি পা গলে অনেকেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে যাতায়াত সমস্যা নিয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। সরকারী ভাবে তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তবে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন এলাকার মানুষের যাতায়াতের জন্য খালের উপর একটি কার্লভাট তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত। তবে কবে তৈরী হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে। গ্রামবাসীরা রয়েছেন চরম উদ্বেগে।এমন ঘটনা নজরে পড়ে সুন্দরবনের সমাজসেবী তথা কবি ফারুক আহমেদ সরদারের। তিনি সাময়িক ভাবে বাঁশের সাঁকোটি সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাতে এলাকার ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন।বৃহস্পতিবার বাঁশে সাঁকো সংস্কার করলেন। যাতে করে কচিকাঁচারা পা গলে না পড়ে যায় তারজন্য সাঁকোর উপর মজবুত করে টিন দিয়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনা প্রসঙ্গে ফারুক জানিয়েছেন, 'এলাকার বাসিন্দা এবং ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল। সাময়িক ভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। অন্যদিকে ভগ্নপ্রায় বাঁশের সাঁকো সংস্কার হওয়ায় সুন্দরবনের কবিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

আইসিডিএস কেন্দ্র ঘুরে দেখলেন বিডিও, আইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগনান

আপনজন: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আইসিডিএস কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করলেন বাগনান ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এবং বাগনান থানার পুলিশ আধিকারিকরা । বাগনান ১ নং ব্লকের সমস্ত স্কুলে স্কুলে চলল নজরদারি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বাগনান ১ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মানস কুমার গিরি ও বাগনান থানার আই সি অভিজিৎ দাসের নেতৃত্বে ব্লকের বিভিন্ন আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে পরিদর্শন করলেন। বাগনান এক ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মানস কুমার গিরি বলেন , হঠাৎ করেই আমরা মাঝের মধ্যে পরিদর্শনে যাই তার কারণ আইসিডিএস এর বাচ্চারা ঠিকঠাক মতো খাদ্য পাচ্ছেন কিনা বা তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং সম্পূর্ণ পরিকাঠামো দেখার জন্যই এই

সারপ্রাইজ ভিজিট। আগামী দিনে আরও পরিদর্শন চলবে। তিনি আরও বলেন এদিন আমরা পরিদর্শনে গেলে আইসিডিএস এর বাচ্চারা ছড়া শোনায়, ছবি এঁকে দেখায়, আবার কেউ পেনসিল শার্পনার দিয়ে পেনসিল কেটে দিতেও বলে। আরও কত অনুরোধ ওদের। ওদের সাথে সময় কাটাতে আমার খুব ভাল লাগে তাই ওদের প্রাণখোলা হাসিমুখগুলো দেখার জন্যই বার বার ছুটে যাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সারমেয়র মাংস কেটে বাজারে বিক্রির চেষ্টা, ধৃত এক ব্যক্তি

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: সারমেয়র মাংস কেটে বাজারে এনে বিক্রির চেষ্টা করলেন এক ব্যক্তি। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি বাজার এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ছিল পানবাড়ি বাজারের হাট। আর সেই দিনেই সকালে এক ব্যক্তি সারমেয় এর মাংস নিয়ে বাজারে আসেন। রীতিমতো বাড়ি থেকে কেটে নিয়ে আসেন বাজারে। দোকানের পসরা সাজিয়ে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন তিনি। দোকানের পাশেই রেখেছেন সেই সারমেয়র ছাল। প্রথম দিকে স্থানীয় কয়েকজন দোকানে গেলে সন্দেহ হয়। এরপর জিজ্ঞাসা করতেই স্পষ্ট শিকার করেন বিষয়টি। এরপরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে গোটা বাজার এলাকায়। খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন। জানা গিয়েছে, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম দীপ রায়। তার বাড়ি রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের হাড়িপোতা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তিকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে কথার মধ্যে বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। পুলিশের অনুমান সেই ব্যক্তি ঠিকভাবে মানসিক সুস্থ নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

গৃহপ্রবেশের আড়ালে মদের বার খোলা চলছে নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় গৃহপ্রবেশের আড়ালে হচ্ছে মদের বার খোলা। প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। গৃহপ্রবেশের পুজোকে কেন্দ্র করে উত্তাল হাঁসখালির ময়ূরহাট স্টেশন সংলগ্ন এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গৃহপ্রবেশের আড়ালে মদের বার খোলা হচ্ছে।আর এই প্রতিবাদেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান ময়ূরহাটের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের মধ্যে যদি মদের বার খোলা হয় তাহলে তাদের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে।যুব সমাজ শেষ হয়ে যাবে এর প্রতিবাদ জানাতেই তারা আজ পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন।পথ অবরোধে সামিল হন গ্রামের বহু মহিলা।তবে তারা কোনভাবেই মদের বার হতে দেবেন না। অন্যদিকে যে বাড়িকে কেন্দ্র করে এত শোরগোল পথ অবরোধ সেই বাড়ির মালিক তিনি বলছেন,এটা শুধুমাত্র গৃহপ্রবেশ। এছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাজা বোমা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার খড়গ্রাম থানার পারুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আউগ্রাম কালভার্ট সাঁকোর নিচে চারটি তাজা বোমা উদ্ধার করল খড়গ্রাম থানার পুলিশ আজ বোম স্কটকে খবর দেয় এবং সেই চারটি তাজা বোমা নিষ্ক্রিয় করা হলো কে বা কারা রেখেছে বোম গুলি সে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে খড়গ্রাম থানার পুলিশ এলাকায় খড়গ্রামের বিশাল পুলিশ বাহিনী। ছবি: সাবের আলি

ম্যাচ জিতেই ফ্রিটজের ৭১ লক্ষ টাকা দান দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের

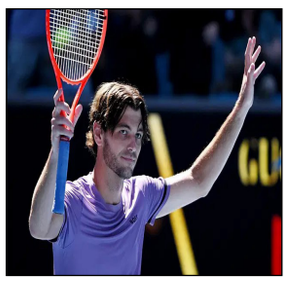

আপনজন ডেস্ক: জন্ম ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগোয়, থাকেন ক্যালিফোর্নিয়ারই দক্ষিণ লস অ্যাঞ্জেলেসের উপকূলীয় শহর রানচো পালোস ভেরদেসে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলতে যাওয়ার আগে নিজ অঙ্গরাজ্যে দাবানলের ভয়াবহতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন টেলর ফ্রিটজ। মেলবোর্নে থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সশরীর সাহায্য করার সুযোগ নেই ফ্রিটজের। তবে দূর থেকে যতটুকু করলেন, সেটাই-বা কম কী!

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামে নিজের প্রথম ম্যাচ জিতে যে অর্থ পুরস্কার পেয়েছেন, এর পুরোটাই ভুক্তভোগীদের সাহায্যে দান করার ঘোষণা দিলেন ২৭ বছর বয়সী এই মার্কিন টেনিস খেলোয়াড়। অর্থের অঙ্কটা নেহাত কম নয়–৮২ হাজার মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা। মেলবোর্ন পার্কের মার্গারেট কোর্ট অ্যারেনায় আজ চিলির ক্রিস্তিয়ান গারিনকে ৬-২, ৬-১, ৬-০ সেটে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠে গেছেন ফ্রিটজ। গত মঙ্গলবার জন কেইন অ্যারেনায় প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে তিনি স্বদেশি জেনসন ব্রুকসবিকে হারিয়ে দেন ৬-২, ৬-০, ৬-৩ সেটে। ম্যাচটা জিতে পান ১ কোটি টাকার কাছাকাছি। সেই অর্থই দান করলেন। আজ তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর ফ্রিটজ বলেছেন, 'প্রথম রাউন্ডের অর্থ পুরস্কার আমি লস অ্যাঞ্জেলেসের ত্রাণ তহবিলে দান করে দিতে যাচ্ছি। (আমার এলাকায়) যা ঘটেছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমার একটাই চাওয়া, সবাই যেন নিরাপদে থাকেন।' ফ্রিটজের এই ঘোষণার পর মার্গারেট কোর্ট অ্যারেনায় উপস্থিত সবাই করতালি দেন।

ভারতের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নিতে চান পিটারসন

আপনজন ডেস্ক: সদ্য শেষ হওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে ব্যাটিংয়ের জন্য বারবার ভুগতে হয় ভারতকে। টপ অর্ডারে যশস্বী জয়সওয়াল ছাড়া কেউই তেমন রান পাননি। টানা দুই টেস্ট সিরিজ হারের পর তাই প্রশ্ন উঠেছে ভারতের কোচিং স্টাফদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা নিয়ে। বুধবার ক্রিকেট বিষয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানায়, গৌতম গম্ভীরের অধীনে বিশেষ করে ব্যাটিং কোচ নিযুক্তের কথা ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এই দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার কেভিন পিটারসন। ক্রিকবাজের সেই প্রতিবেদনে জানানো হয়, ভারতের কোচিং স্টাফে একজন ব্যাটিং কোচ নিয়োগের কথা ভাবছে বিসিসিআই। এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে ক্রিকেটের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা ভারতের মুফাদাল ভোহরা। পরদিন বৃহস্পতিবার ৪৪ বছর বয়সী পিটারসন লেখেন, 'অ্যাভেইলেবল।' এর আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে হোয়াইটওয়াশ হয় ভারতীয়রা। অস্ট্রেলিয়া সফরে ৩-১ ব্যবধানে হারের পর গত শনিবার মুম্বাইয়ে প্রথমবার একত্রিত হন প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার, প্রধান কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা হয় কোচিং স্টাফদের নিয়েও। বর্তমানে ভারতের কোচিং স্টাফে নির্দিষ্ট কোনো ব্যাটিং কোচ নেই। নিজের অধীনে আলাদাভাবে ব্যাটিং কোচ না রাখার সিদ্ধান্ত নেন গম্ভীর। পরিবর্তে দুজন সহকারী কোচ হিসাবে বেছে নেন অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন ডেসকাটকে। ঘরোয়া ক্রিকেট ও ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগে (আইপিএল) বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন নায়ার। খেলোয়াড়ি জীবনে দু'জনই পরিচিত ছিলেন দক্ষ ব্যাটার হিসাবে । বোলিং কোচ হিসাবে গম্ভীরের কোচিং স্টাফে রয়েছেন মরনে মরকেল ও ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে আছেন টি দিলিপ।

ভারতের নতুন ব্যাটিং কোচ হবার আগ্রহ প্রকাশ করা পিটারসন বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লীগ এসএ টি-টোয়েন্টিতে কাজ করছেন ধারাভাষ্যকার ও সঞ্চালক হিসাবে। আইপিএলে তাকে নিয়মিত ধারাভাষ্য দিতে দেখা যায়। ইংল্যান্ডের হয়ে ১০৪ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন সাবেক এই ব্যাটার। ৪৭.২৮ গড়ে করেছেন প্রায় ৮ হাজারের বেশি রান। ২৩টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ইংলিশদের তৃতীয় সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির মালিক তিনিই। ১৩৬ ওয়ানডেতে ৪০.৭৩ গড়ে করেছেন প্রায় সাড়ে চার হাজার রান। টি-টোয়েন্টিতে ৩৭ ম্যাচে ১৪১.৫১ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১১৭৬ রান।

রোনাল্ডো আল নাসর থেকে পাচ্ছেন মাসে ১৩৬ কোটি

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে আরেকটি মৌসুম থেকে যাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, আল নাসরের দেওয়া অবিশ্বাস্য প্রস্তাব ফেরাতে পারেননি পর্তুগিজ মহাতারকা।

শুধু বিশাল অঙ্কের অর্থই পাবেন না রোনাল্ডো, সৌদি ক্লাবটির আংশিক মালিকানাও হস্তগত হচ্ছে তাঁর। সংবাদমাধ্যম সেই চুক্তিকে বর্ণনা করছে 'শতাব্দীর সেরা চুক্তি' হিসেবে।

আল নাসরের মালিকানা স্বত্বের ৫ শতাংশ পাচ্ছেন একটা সময় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের মতো ক্লাবের হয়ে খেলা রোনাল্ডো। ক্লাবটিতে রোনাল্ডোর নিবেদন দেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ।মালিকানার বাইরেও এক মৌসুমে জন্য ১৮ কোটি ৩০ লাখ ইউরো বা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৩২ কোটি টাকা পাবেন রোনাল্ডো।

সেই হিসেবে প্রতি মাসে প্রায় ১৩৬ কোটি টাকা, সপ্তাহে প্রায় ৩২ কোটি টাকা আয় করবেন। শুধু মালিকানা ও বিশাল অঙ্কের অর্থ দিয়েই নয়, রোনাল্ডোকে ধরে রাখতে তাঁর দেওয়া একটি বিশেষ শর্তও মানতে হচ্ছে আল নাসরকে। মার্কা বলছে, রোনাল্ডো দলের শক্তিমত্তা বাড়াতে নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়কে দলে টানতে বলেছেন। তাঁদের মধ্যে ব্রাজিলিয়ান তারকা কাসেমিরোর নামটা নির্দিষ্ট করেই বলেছে মার্কা। এখন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলছেন এই মিডফিল্ডার।

কাসেমিরো শেষ পর্যন্ত আল নাসরে যদি যানই, তাহলে তৃতীয়বার একই ক্লাবে খেলবেন রোনাল্ডোর সঙ্গে। ইউনাইটেডের হয়ে একসঙ্গে খেলে কিছু না জিতলেও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন দুজন। ২০২২ বিশ্বকাপ শেষে আল নাসরে যোগ দেন রোনাল্ডো। বাণিজ্যিক ও পৃষ্ঠপোষকতা চুক্তি এবং বেতনভাতা মিলিয়ে ২০ কোটি ইউরোয় সৌদি আরবে যান তিনি।

ফের পাঁচ গোল, শেষ আটে বার্সেলোনা

আপনজন ডেস্ক: সদ্যই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে পাঁচ গোল দেয় বার্সেলোনা। স্প্যানিশ সুপার কাপ জিতে বেশ ফুরফুরে মেজাজ ছিল দল। এবার রিয়াল বেটিসকে আবারো পাঁচ গোল দিয়ে কোপা দেল রে'র শেষ আট নিশ্চিত করলো কাতালুনিয়ানরা। বুধবার রাতে ৫-১ গোলের বড় জয় তুলে নেয় স্প্যানিশ জায়ান্টরা।

বার্সার আরেক ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ম্যাচটাকে একপেশেই বলা যায়। বল দখলে স্বাগতিকরা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে ছিল ৬৯ শতাংশে। এদিন সফরকারীদের জালে ১৮টি শট নেয় বার্সার ফুটবলাররা, যার মধ্যে লক্ষ্যে ছিল ৯টি। বিপরীতে বেটিস গোল অভিমুখে ৮টি শটের মধ্যে ৩টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। দলের মূল স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোভস্কি বিশ্রামে থাকলেও অসুবিধা হয়নি বার্সার। তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। দলের হয়ে সদ্যই খেলার সুযোগ পাওয়া দানি ওলমোর পাস থেকে বল জালে জড়ান গাভি। এই বেটিসের যুব একাডেমি থেকেই বার্সার একাডমিতে যোগ দেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার। তাই গোলের পর সম্মান প্রদর্শনে তা উদাযাপন করেননি গাভি। ২০তম মিনিটে ওলমোর জোরালো শট গোলপোস্টে লেগে ফিরে আসে। সাত মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জুল কুন্ডে। ম্যাচের প্রথম ভাগের যোগ করা সময়ের আরও এক গোল করেন এই বার্সা ডিফেন্ডার। তবে তা অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ম্যাচের ৫৫তম মিনিটে স্বাগতিকদের আরেকটি গোল বাতিল হয় একই কারণে। তবুও একের পর এক অ্যাটাকে বেটিসের ওপর ছড়ি ঘোড়াতে থাকে বার্সা খেলোয়াড়েরা। তিন মিনিট পরই মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে এসে চমৎকার ভাবে রাফিনহার কাছে পাঠান লামিন ইয়ামাল। দারুণ ফিনিশিংয়ে স্কোরলাইন ৩-০ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। চলতি মৌসুমে এটি ছিল তার ২০তম গোল। ম্যাচের ৬৭তম মিনিটে তার বদলি হিসাবে নামা ফেরান তোরেস আরও এক গোল করেন। এর আট মিনিটের মাথায় গোল পেয়ে যান ইয়ামালও। ৮৫তম মিনিটে বেটিস পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ করলেও তা শুধু ব্যবধানটাই কমায়। ৫-১ গোলের বড় জয়ে কোপা দেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত করে হান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা।

জেলা পরিষদ সদস্য বিপ্লবের ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে নকআউট ক্রিকেট

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জেলা পরিষদ সদস্য বিপ্লবের ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে ১২ দলীয় নক আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন জঙ্গিপুর জেলা পুলিশ সুপার আনন্দ রায়।

বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের কৃষক বাজার এলাকার সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত চারদিন ব্যাপী এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা সাংসদ খলিলুর রহমান, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাসিম, ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্যোক্তা তথা জেলা পরিষদ সদস্য আনারুল হক বিপ্লব, ফরাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, জঙ্গিপুরের সিআই স্বরূপ বিশ্বাস, ফারাক্কার আইসি নীলোৎপল মিশ্র, সামশেরগঞ্জ থানার ওসি শিবু প্রসাদ ঘোষ, সামসেরগঞ্জের বিএল আরও প্রদ্যুৎ কুমার চ্যাটার্জি, ধুলিয়ান পৌরসভার কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুল, বিশিষ্ট সমাজসেবী রামকৃষ্ণ সিং চুন্নু, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি মঈনুল হক, ফারাক্কার জেলা পরিষদ সদস্য আঞ্জুমারা খাতুন, মাষ্টার শহিদুল ইসলাম, বিপ্লব ফ্যান ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা ইঞ্জামামুল হক সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন ফিতে কেটে, পায়রা উড়িয়ে এবং জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ক্রিকেট খেলা। চারদিন ব্যাপী এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ওইদিনই মেগা ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। খেলায় জয়ী ও রানার্স টিমকে আকর্ষণীয় পুরস্কার দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন বিপ্লব ফ্যান ক্লাবের নেতৃত্বরা। খেলা ঘিরে সাধারন দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করা যায় সামশেরগঞ্জে।

নেইমারকে ছাড়া বিশ্বকাপ জিততে পারবে না ব্রাজিল: রোমারিও

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম বাজে সময় পার করছে ব্রাজিল। কাতার বিশ্বকাপ দিয়ে শুরু হওয়া ব্যর্থতার যাত্রাটা যেন পেছনেই ফেলতে পারছে না তারা। এর মধ্যে ক্রমেই এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের দিনক্ষণও। মাসের হিসাবে বিশ্বকাপ শুরু হতে এখন বাকি ১৮-এর মতো। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্রাজিলের ঘুরে দাঁড়ানোর তেমন কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের খেলায় দলটির অবস্থান এখন ৫ নম্বরে।

দলের বাজে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ব্রাজিলকে ভুগিয়েছে লম্বা সময়ের জন্য নেইমারের চোটে পড়ার ঘটনাও। এখন অবশ্য চোট কাটিয়ে ফের মাঠে নামার অপেক্ষায় আছেন নেইমার। ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড কয়েক দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায় আছেন তিনি। এটি নিজের শেষ বিশ্বকাপ বলেও মন্তব্য করেছেন নেইমার।

যদিও তাঁর আরেকটি বিশ্বকাপ খেলার ইচ্ছা কারও কারও কাছে বিশেষ মনে হচ্ছে না।

ত্রিশের আগে তিনটি বিশ্বকাপ খেলেও যিনি দলকে ট্রফি এনে দিতে পারেননি, চোটপ্রবণতার এই সময়ে ৩০ পেরিয়ে কতটা পারবেন, এ নিয়ে সন্দেহ তাঁদের। তবে ব্রাজিল দলের নেইমারের প্রয়োজনীয়তাকে ভিন্ন এক দৃষ্টিতে দেখছেন দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার রোমারিও। ১৯৯৪ বিশ্বকাপ জয়ের নায়কের মতে, একমাত্র নেইমারই পারবেন ব্রাজিলকে শিরোপা এনে দিতে। নেইমারকে ছাড়া দেশটির বিশ্বকাপ জয়ের কোনো সুযোগ নেই বলেও মনে করেন এই সাবেক ফুটবলার। 'চারলা' নামে ব্রাজিলের এক পডকাস্ট আলোচনায় রোমারিও বলেছেন, 'শুধু নেইমারকে সঙ্গে নিয়েই ব্রাজিলের ২০২৬ বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আছে। তাকে ছাড়া দলটি বিশ্বকাপ জিততে পারবে না।'

কেন নেইমারকে বিশ্বকাপ জয়ের জন্য অবশ্যম্ভাবী মনে করছেন, সেটি তুলে ধরতে গিয়ে পূর্ব দৃষ্টান্ত মনে করিয়ে দিয়েছেন রোমারিও, '১৯৬২ সালে ব্রাজিল গারিঞ্চাকে নিয়ে জিতেছে, ১৯৭০ সালে পেলেকে নিয়ে জিতেছে, ১৯৯৪ সালে রোমারিওকে নিয়ে এবং ২০০২ সালে রোনাল্ডোকে নিয়ে জিতেছে। ২০২৬ সালে যদি তারা নেইমারকে ছাড়া খেলে, তবে তারা জিততে পারবে না।'

ডালখোলা হাই স্কুলে ৭৮তম বাৎসরিক ক্রীড়া

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা হাই স্কুলে বৃহস্পতিবার ৭৮তম বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১০০ মিটার দৌড়, ২০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প এবং লং জাম্প সহ বিভিন্ন আকর্ষণীয় ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীরা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক সুকুমার বিশ্বাস বলেন, "প্রতিবছরের মতো এবারও আমরা বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এটি ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

প্রতিযোগিতার প্রতিটি ইভেন্টে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল নজরকাড়া। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রধান শিক্ষক আরও জানান, "আগামীতে আরও বড় পরিসরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।"

এদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল ডালখোলা পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার, স্কুলের সভাপতি আলী রেজা খান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকুমার সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

শ্যুটিংয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা জয় করে সাফল্যের শিখরে ওয়ানিয়া

এম এস ইসলাম ● সুরাত

আপনজন: মনের জোর আর ইচ্ছা শক্তি এটি প্রতিবন্ধী মানুষকে কোথায় পৌঁছাতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ গুজরাতের সুরাতের ১৮ বছর বয়সী মহম্মদ ওয়ানিয়া। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের অক্ষমতাকে জয় করেছেন। জন্ম থেকেই কানে শোনেন না । তিনি কখনও এটিকে নিজের সীমাবদ্ধতা হতে দেননি। রাইফেল শ্যুটিংয়ে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে তিনি ইতিমধ্যেই ১১টি সোনা, ৮টি রুপো এবং ৮টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

মোহাম্মদ ওয়ানিয়া জার্মানির হ্যানোভারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বধির শ্যুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেন । ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শ্যুটিংয়ে তিনি ব্যক্তিগত বিভাগে ব্রোঞ্জ এবং মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপোর পদক জিতে দেশে গর্বের জোয়ার নিয়ে এসেছেন। এটি তাঁর আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রথম প্রতিযোগিতা ছিল, যেখানে তিনি চূড়ান্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন।

ওয়ানিয়ার সাফল্যের পেছনে রয়েছে তাঁর বাবা-মায়ের নিরলস সমর্থন। তাঁরা কখনও ওয়ানিয়াকে তাঁর প্রতিবন্ধকতার কথা বুঝতে দেননি। সাধারণ শিশুর মতো তাঁকে মানুষ করেছেন এবং তাঁর স্বপ্ন পূরণের পথে সব সময় পাশে থেকেছেন। ওয়ানিয়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং পড়াশোনার পাশাপাশি রাইফেল শ্যুটিং ও অন্যান্য খেলাধুলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

মহম্মদ ওয়ানিয়ার সাফল্য শুধু ভারতকে গর্বিত করেনি, বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি উদাহরণও তৈরি করেছে। তাঁর দৃঢ় মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম প্রমাণ করেছে যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কখনও স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

ওয়ানিয়ার জীবনের এই গল্প শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত সাফল্যের উদাহরণ নয়, বরং সমাজের প্রতি এক বড় বার্তা বহন করে। প্রতিবন্ধকতা থাকলেও মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে জীবনের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব। তাঁর এই সাফল্য দেশের যুবসমাজের কাছে একটি অনুপ্রেরণা।

মহম্মদ ওয়ানিয়া তাঁর সাফল্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন এবং প্রতিটি মানুষকে দেখিয়েছেন যে দৃঢ় সংকল্প থাকলে কোনও বাধাই অপ্রতিরোধ্য নয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**